ফরওয়ার্ড

শারদ সংখ্যা ২০২৩

FORWARD

REBUILDING INDIA IN NETAJI'S WAY

Cover Photo:
Rajdeep Saha

The abstract artwork emanates the demon-defeating Goddess Durga through a whirlwind of vibrant colours and dynamic forms. A mesmerising dance of energy and power, capturing the essence of the goddess's fearless spirit in a visual symphony.

Copyright ©2022 Forward Media Group

All rights reserved. Any part of this e-publication may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the written permission from the copyright owner, except in cases of brief quotations in reviews and certain other noncommercial methods permitted by the copyright law of India

Copyright of all articles belong to the respective copyright owners. Forward Webzine or Forward Media Group does not bear any responsibility of the articles published.

ফরওয়ার্ড

শারদ সংখ্যা ২০২৩

Amidst the joy of Durga Puja's grandeur,
A night of devotion, the city's heart does conquer.

In the midst of beats, drums, and festivity's swell,
Durga arrives in grace, her victory tale to tell.

আমাদের কথা

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।

২০২৩ বর্ষটির শুরু থেকেই, আমরা, দেশ ও জাতি হিসাবে, সাফল্য ও সার্থকতার পথে হেঁটে চলেছি। G20 সম্মেলন, চন্দ্রযান ৩ -এর সাফল্য, আদিত্য L1-এর সফলতা, ভারতীয় সঙ্গীতের অস্কার প্রাপ্তি এবং আরও অনেক কিছু। দেশপ্রেম যখন শীর্ষে, তখন অতীতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সাথে পুনঃসংযোগ করেই আমরা সম্পূর্ণতা অনুভব করতে পারি। এই কথাটি মাথায় রেখেই ফরোওয়ার্ড মিডিয়া গ্রুপ সেই 'সম্পূর্ণতা'-র অনুভূতি পাঠকদের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টায় প্রকাশ করছে এই শারদ সংখ্যা ২০২৩; একটি বিশেষ সংস্করণ যেখানে আমরা আমাদের শারদীয় শুভেচ্ছা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে ব্যক্ত করব। বিগত দু'বছরের থেকে এই বছরের শারদ সংখ্যা ভিন্ন, কারণ এই বৎসর আমারা প্রকাশ করছি আপনাদের লেখা ও চিন্তাভাবনা।

চারিদিকে কাশফুলে ঢাকা দিগন্ত এবং তারই মধ্যা মায়ের ঘোটকে আগমন; এখানে আপনার কানে শুধু বাজবে ঢাকের বাদ্যি ও নাকে ভেসে আসবে শুধু ধুনোর গন্ধ। আমরা আমাদের প্রিয় পাঠকদের স্বাগত জানাই এক ভাব-জগতে যে যা আপনারা ও আমরা একসঙ্গে সৃষ্টি করেছি।

ফরোয়ার্ড মিডিয়া গ্রুপ তার প্রিয় পাঠকদের আন্তরিক অভিপ্রায়ের সাথে জানায় 'শুভ শারদিয়া', যা আমরা আশা করি আপনি ভুলে যাবেন না যতক্ষণ না 'আসছে বছর আবার হবে' শোনা যাচ্ছে। আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যারা নিজের সময়সূচীর ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের ওয়েবজিনকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হন না। আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমাদের লেখকদের কাছে যারা তাদের অভিনব ধারণা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং এই সংস্করণটি সার্থক করে তুলেছেন। আমরা আপনার পক্ষ থেকে একটি উৎসাহী প্রতিক্রিয়া পেতে আশা করি।

ধন্যবাদান্তে
এডিটোরিয়াল বোর্ড
ফরওয়ার্ড ওয়েবজিন
২০শে অক্টোবর ২০২৩

EDITORIAL NOTE

Yaa Devi Sarva-Bhutessu Shakti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

Since the start of the year, 2023 has proved to be a worthwhile span with the G20 summit, success of Chandrayaan-3, successful launch of Aditya L1, Oscar wins for the song and so much more. While patriotism is at its peak, reconnecting with the past traditions and culture is just what is needed to feel complete. Keeping this in mind, Forward Media Group tries to bring that 'complete' feeling with our Sharod Shonkhya 2023; a special edition in which we attempt to bring out the autumn sensation of our hearts in a way different to what was already explored last year.

Plunge into the world of kans surrounding the arrival of Maa Durga on a horse, where everything you hear is the auspicious dhol and everything you smell is the dhunuchi's smoke. Our dear readers are welcome to immerse themselves in the knowledge and thoughts our contributors, from across the country, have tried to express.

Forward Media Group wishes our dear readers, with the heartiest and sincerest intention, a Happy Durga Puja, which we hope you won't forget till, the saying this year, 'Asche Bochor Abar Hobe' comes into fruition, the next year. Lastly, a tribute to our supportive readers who never fail to support our webzine amidst the hustle and bustle of their schedule; and the contributors who have come forward with their ideas and works to make this edition, a worthwhile one in front of our readers. We hope to receive an eager response from your side. Read on!

Jai Hind!
Editorial Board
Forward Webzine
20th October 2023

সূচীপত্র

বোধন

বিবেক-বাণী প্রেরণা চিরন্তনী - Swami Satkritananda Maharaj - 9
বন্দে মাতরম্ - Rajdeep Saha - 11
Poem - Snehadri Sarkar - 14
বাংলার দুর্গা পূজা - Abhinaba Bose - 15
পুজোর গন্ধ - Rimi Naskar - 17
গিরিশ ঘোষের জ্যান্ত দুর্গা - Pabrisha Das - 18
Poem - Shreyasi Pal - 21
পুজোর পুরাণ - Ratul Sengupta - 22
Durga Puja : As I See It - Riddhi Das - 24

অগ্নিযুগের কাহিনী

Poem - Deboleena Mishra – 26
21 October 1943: Proclamation of Independence – Kausani Saha – 27
এই দেশ ভোলেনি তোমায় - Patralekha Karmakar – 30
বিস্মৃত বিপ্লবী - শ্রী দীনেশচন্দ্র মজুমদার - Arnab Banerjee – 31
ফিরে এসো স্বাধীনতা - Ujjal Mondal - 35

চিত্রকলা

Debjeet Mukherjee - 38
Baishali Nath - 39
Rupsa Surai - 40
Ashmita Das - 41
Sattam Roy - 42
Ananya Banerjee - 43
Rupsa Surai - 44
Ashmita Das - 45
Sudipta Mondal - 46

কলাক্ষেত্র

AI Grabbing the Fortuity of Human Existence - Debanjali Mukherjee - 48
The Girl's Path – Koyena Chatterjee – 50
Success From Chandrayaan 1 2 3 - Debayan Chatterjee – 51
Poem - Manali Chakraborty – 54
Unsung Civil Servants of India - Anoushka Ghosh - 55
Hard Work Pays Off - Soumyadip Mukherjee - 57

Behind The Lens

Sayan Mukherjee - 59
Debjoti Mahato - 60
Srilekha Mitra - 61
Rajdeep Saha - 62

বোধন

বিবেক-বাণী প্রেরণা চিরন্তনী

Swami Satkritananda Maharaj

Swami Satkritananda Maharaj is a Resident Monk at Ramakrishna Math and Mission, Baranagar. He is an ardent follower of Swamiji and Netaji and spreads their teachings through his service to the community.

আমাদের সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহায়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। প্রযুক্তিগত ভাবে আমরা উন্নত হয়েছি বটে,তবু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে আজও মানুষে মানুষে ভেদ - বিবাদ একই ভাবে থেকে গিয়েছে। আকাশছোঁয়া চাহিদাপূরণের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে মানুষ প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে ছুটে চলেছে, এক মুহূর্তও যেন আর তাদের দাঁড়াবার অবসর নেই। এর অনিবার্য প্রভাব পড়ছে শরীর -মন-বুদ্ধিতে। প্রভাব পড়ছে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পরিসরে। জমছে ক্ষোভ আর হতাশা, বাড়ছে হিংসা। মানসিক অবসাদের শিকার হতে থাকা মানুষের দল সস্তার আনন্দে মেতে দুঃখকে ভুলে থাকতে চায়। আবার এদেরই মধ্যে কেউ কেউ সাফল্য পাবার অলৌকিক জাদুকরী টোটকার সন্ধান পাবার মরিয়া চেষ্টা করে দিন কাটায়। অধিকাংশ মানুষ সফলতা কে আজ একটা পণ্য বলে মনে করে আর সেটাকে কিনতে চায়। অথচ তারা এর সঠিক দাম দিতে জানে না। সাফল্যের একমাত্র মূল্য- সমস্ত শক্তি লাগিয়ে নিয়ামানুসারে প্রচেষ্টা করতে থাকা,এবং করতেই থাকা যতক্ষণ না তা পাওয়া যাচ্ছে। এর কোন shortcut হয় না, আর ফাঁকি দিয়ে পাওয়া সফলতা জীবনে দীর্ঘস্থায়ী কোন ছাপ রাখতে ব্যর্থ হয়। প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে থেকে সেরা-টা বাইরে আসে। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শেখান Struggle is The Sign of Life.

মানুষে মানুষে পার্থক্য হল মনে; কেউ জলের গ্লাসের অর্ধ-পরিমাণ মতন জল কে বলেন অর্ধেক ফাঁকা,কেউ বা বলেন অর্ধেক ভর্তি। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা জলদূষণ, বায়ুদূষণ নিয়ে সচেতন হবার কথা বলি, অথচ উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনাম জীবন যাপন, ভাষার অসংযম, মূল্যবোধের ন্যূনতম শিক্ষাটুকুরও একান্ত অভাব ছেলে-বুড়ো-মাঝবয়সী সকলের মনে যে বিকৃতি,যে পরিমাণ দূষণ এনে হাজির করেছে; সে সম্বন্ধে সমাজ যেন বড় বেশিরকমের উদাসীন। আজ সফলতা হাসিল করার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুস্থ মন ও সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুনাগরিক হওয়া। অন্যথায় তথাকথিত সফল ব্যক্তির সফলতার মাশুল দিতে হয় অপরকে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে আত্মসংযমের অনুশীলন মানবীয় উৎকর্ষের সাধন; সংযমে মানুষ হয় দেবতার তুল্য মহান;-

“মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে।”

স্বামী বিবেকানন্দের সকল বাণীগুলির মধ্যে আছে শক্তি, আছে গতি। স্বামীজীর'ই এক গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ একদা বলেছিলেন স্বামীজীর এই শক্তিপ্রদ বাণীগুলি যদি কোন নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির কানে গিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে সে উঠে বসবে; জেগে বসে আছে এরকম লোকে যদি এই বাণীগুলি শোনে, তাহলে সে আর বসে থাকতে না পেরে চলতে শুরু করবে; যে চলতে চলতে শুনবে, সে চলা ছেড়ে দৌড়তে শুরু করে দেবে। ছোট ছোট ছেলেরা যারা অন্ধকারে ভূতের ভয় পায় আর চারিদিকে কেবল ভূত দেখে, ঠিক তাদেরই মতন আমাদের সমাজের অনেক মানুষ রয়েছেন যারা সমস্যাকে ভয় পান আর জীবনে চলবারপথে চারিদিকে কেবল সমস্যাই দেখতে পান। তাঁদের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা, সামান্য হতে সামান্যতম বাধার সম্মুখীন হলে তাঁদের মধ্যে সংগ্রাম অথবা

প্রচেষ্টার বদলে জাগিয়ে তোলে পলায়নী-মনোবৃত্তি। এই মানুষগুলি কখনও যদি স্বামীজীর লেখা বা তাঁর বক্তৃতাগুলি পড়বার সুযোগ পান, দেখতে পাবেন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শেখাচ্ছেন -

"Face the brutes, that is a lesson for all life, face the terrible, face it boldly."

তিনি চাইতেন তাঁর প্রতি অনুগামী যেন বীর হয় মহাবীর হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবানুসারী ইতিবাচক শিক্ষা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা নিজেদের ও অপরের জীবনসমস্যার সমাধান করতে পারি। মানসকন্যা ও শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনার ভূমিকায় লিখেছেন- স্বামীজীর প্রদত্ত উপদেশ, বক্তৃতা, রচনাসমূহ পৃথিবীর সকলের জন্য আধ্যাত্মিক করুণার এক "সর্বরোগহর মহৌষধী"। নিজের সম্বন্ধে একটি চিঠিতে একবার স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন - "I am avoice without a form" - অমূর্ত বাণী। স্বামী বিবেকানন্দের বানীর মধ্যে তাঁর ভাব-তাঁর শক্তি আজও প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত হয়ে আছে, পাঠকের অন্তর্জগতে তা আপনা থেকেই নিজের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

সমাজের সকল মানুষের জন্যই অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর বাণী; ছাত্র- শিক্ষক, চাকুরিজীবী, গৃহবধূ, শ্রমিক থেকে সমাজসেবী অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব - সকলের জন্য। গঙ্গা যেমন সবার, হিমালয় যেমন সকলের, তেমনই স্বামীজীর বাণী। নিজেকে দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে সবল করে গড়েতোলার প্রচেষ্টা প্রতিটিমানুষেরই অবশ্যকর্তব্য।

জীবনের যে স্তরেই যে থাকুক না কেন, একবার চেষ্টায় যদি সে তার লক্ষ্য না পায়, সে যেন বারবার চেষ্টা করে নিজেকে উপযুক্ত হিসাবে তৈরি করে। স্বামীজীর মতে,যদি কেউ কোন কিছু পাবার উপযুক্ত হয়, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

বন্দে মাতরম্

RAJDEEP SAHA

সার্বজনীন থেকে বিশ্বজনীন – বাঙালির পুজো আজ বিশ্ব-বিখ্যাত। তবে পুজোর অন্তরাত্মা স্পর্শ করতে আমরা পেরেছি কি? এখন পুজো মানে তো শুধু সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপসজ্জা, সেরা আলোকসজ্জা ও আরও ভিন্ন রকমের পুরষ্কার-প্রাপ্তির আসর। চোখ ধাঁধানো থিম ও আধুনিকতার ভিড়ে আমরা ভুলতে বসেছি মায়ের সাবেকি রূপ, পুজোর রীতি-রেওয়াজ ও সেই সঙ্গে বারোয়ারি পুজোর আবেগ। তাই নয় কি? প্রতি বছর মা অসুর-দমন করেন। কিন্তু আমাদের সমাজের অসুর প্রকৃতভাবে নিহত হয় কি? দারিদ্রতা, অশিক্ষা, অনাহার – সমাজকে করে তুলেছে অস্তিত্বের অযোগ্য। তবুও সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ একত্র হয় উৎসবে; নিজেদের সাধ্যের মধ্যে খুঁজে নেয় আনন্দ; আশ্রয় খুঁজে নেয় মায়ের কোলে। এটাই তো শাশ্বত। এটাই তো সনাতন। এটাই তো সম্বল আমাদের।

দুর্গা পুজো হল বাঙালির ঘরের পুজো; সপরিবারে মায়ের নিজগৃহে আগমন। কিন্তু "যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম।" প্রকৃত অর্থে মাতৃ আরাধনা হল শক্তির আরাধনা। 'মা' এক হাতে আসুর দমন করেন ও অপর হাতে নিজের সংসার সামলান; এইরূপ কর্তব্যপরায়ণ চরিত্র আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে সমাজে আমাদের নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে এবং সকল কর্তব্য আমাদের একইভাবে সমান নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলতে হবে; অতএব কোন একটি দায়িত্ব পালন করতে করতে আমরা অপরটিকে উপেক্ষা করতে পারি না। মায়ের এই নিদারুণ শক্তি বুকে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বাংলা তথা সমগ্র ভারতের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৮৮২ খ্রিঃ-এ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি রচনা করলেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। সত্তরের দশকের শেষভাগে ঘটা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাস ছিল খুবই বিচিত্র কারণ এটিই প্রথম দেশ তথা জন্মভূমিকে 'মা' বলে বর্ণনা করে। "আমরা অন্য মা মানি না – জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা, ..."

বঙ্কিমচন্দ্রের আনান্দমঠ পরাধীন ভারত-মাতাকে তিন রূপে ব্যাখ্যা করেছে যা এক এবং অদ্বিতীয়। প্রথম, "অপরূপা সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বভরণভূষিতা" মা জগদ্ধাত্রী; এই রূপে মা পূর্বে, অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার আগে, বিরাজ করতেন। "ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর অবস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী।" দ্বিতীয়, ভয়ঙ্করী মা কালী; এইটি হল মা-র শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ। "কালী –

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আঁকা 'ভারত মাতা'-র চিত্র

অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান – তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শির আপনার পদতলে দলিতেছেন – হায় মা!" আর আমরা সকল সন্তানেরা অস্ত্রস্বরূপ মায়ের হাতে কেবল তুলে দিয়েছি খর্গ। তৃতীয়, অপূর্ব সৌম্যকান্ত ও স্নিগ্ধিরূপা মা দশভুজা দুর্গা; শৃঙ্খলমুক্ত হবার পর এটাই হবে মায়ের রূপ। "দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত – তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।"

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।।

* * *

বাংলার ইতিহাসে কয়েক সহস্র বছর ধরে হয়ে এসেছে দুর্গা পুজো। তবে কালের নিয়মে পুজোর ধাঁচে এসেছে পরিবর্তন। ঠিক এই রকমই এক পরিবর্তন ছিল 'এক-চালা প্রতিমা' থেকে 'পাঁচ-চালা প্রতিমা'-র বিবর্তন। সন ১৯৩৮খ্রিঃ। কুমারটুলি সার্বজনীন পুজো কমিটির মণ্ডপে ধরল ভয়ানক আগুন। ঠিক পঞ্চমীর রাতে এইরূপ অমঙ্গল ঘটায় কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন। শেষে কমিটির প্রেসিডেন্ট উপস্থাপিত করলেন এক অভিনব উপায় – পাঁচ-চালা দুর্গা প্রতিমা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রচেষ্টায় বহু সদস্যের অমত থাকা সত্ত্বেও, সময়ের অভাবে ও প্রেসিডেন্টের কথা উপেক্ষা করতে না পেরে তারা রাজী হলেন। উপরন্তু প্রেসিডেন্টের যুক্তি ছিল অনস্বীকার্য – "মায়ের জীবনযুদ্ধ সন্তানদের না দেখাই শ্রেয়।" রাতারাতি মূর্তি তৈরি হল এবং মায়ের পুজো সম্পন্ন হল। প্রেসিডেন্টের নাম সুভাষচন্দ্র বসু। বলা বাহুল্য, আজকের দিনের বেশীর্ভাগ পুজো হয় 'পাঁচ-চালা প্রতিমা'-র আদলে।

বিশের দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত দুর্গা পুজো মূলত হত জমিদার বাড়িতে এবং ব্রিটিশদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য করা হত। কলকাতার প্রথম সার্বজনীন পুজো আয়োজিত করা হয় ১৯১৯খ্রিঃ বাগবাজার সার্বজনীন পুজো কমিটি দ্বারা স্বদেশী মনোভাব প্রচারের জন্য। এক-চালা দেবী প্রতিমাকে খাদির কাপর পরানো হত এবং পুজো মণ্ডপে বিক্রয় করা হত নানা স্বদেশী দ্রব্য। এটা ছিল বাংলার প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব, যদিও বারোয়ারি পুজো কলকাতায় আরও কয়েক বছর আগে থেকে ঘটে এসেছে। তারপর এটিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে আরও অনেক। কলকাতার মট তিনটি পুজো কমিটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু – শিমলা ব্যায়াম সমিতি, কুমারটুলি সার্বজনীন, বাগবাজার সার্বজনীন।

* * *

যদি বলা হয় সুভাষচন্দ্র বসু ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র contemporary, তাহলে আমাদের মানতে একটু অসুবিধা হওয়াটাই স্বাভাবিক। দু'জনের মধ্যে কোন মিল না থাকলেও কলকাতা, দুর্গা পুজোর ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এবং দু'জনেই স্কটিশ চার্চ কলেজের স্নাতক বলে তাদের মেলানো যেতেই পারে। সন ১৯৩১ খ্রিঃ কলকাতা বেতারকেন্দ্র তথা ভারতীয় বেতারের "জিবনেতিহাসে বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। কারণ, ওই বছরই আমরা [বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও অন্যান্যরা] আমাদের উত্তরকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মর্যাদা সম্পন্ন অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' সুচনা করি।" বিগত নয় দশক ধরে এই অনুষ্ঠান বাঙালীর মাতৃ আরাধনার সুচনা করে চলেছে। ভাবতে পারেন! ১৯৩১-এর আশেপাশে স্বদেশী আন্দোলনের এক উত্তাল সময় চলছে। কিন্তু, বেতার-অনুষ্ঠানে এ সবের কোনও ছোঁয়া নেই; একটি ব্রিটিশ-প্রশাসিত কোম্পানিতে ছোঁয়া থাকা

কলকাতা বেতারের তিন স্তম্ভ
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণী কুমার, পঙ্কজ কুমার মুল্লিক

সম্ভবও নয়। বেতারে যে সব বাঙালি তথা ভারতীয়রা চাকরি করছেন, এটি তাদের যন্ত্রণার বিষয় বইকি। তারা কাজ করছেন একটি প্রচার মাধ্যমে, অথচ তাকে মনের মতো করে কাজে লাগাতে পারছেন না। কিন্তু ঘুরপথে তারা অনুষ্ঠান-পরিকল্পনায় স্বদেশীয়ানার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কি অদ্ভুত দেখুন, 'মহিষাসুরমর্দিনী'-তেও আমরা দেখি, শাস্ত্রমতে যে রণরঙ্গিনী দুর্গা, তাঁরই পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। বাংলার লৌকিক ভাবনাজাত দুর্গার যে কন্যাসমা 'উমা'-র রূপ, সে ভাবে কী এসেছে? কিছু কিছু গানে স্নিগ্ধরূপের বর্ণনা থাকলেও, বাণীকুমার 'ভাষ্য' অংশে সম্পূর্ণভাবেই মায়ের অসুরদলনী রূপ তুলে ধরেছেন।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন আর পাঁচটা সমকালীন বাঙালীর মতোই ব্রিটিশ বিরোধী। পড়াশুনো শেষ করার পর ব্রিটিশ-ভারতীয় রেলে চাকরিতে ঢুকলেও খুব অল্পদিনেই তা ছেঁড়ে যোগ দেন ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে সময়ে অসময়ে ফুটে উঠেছে স্বদেশীয়ানার ছাপ যার বেশীরভাগই আজ কালের অযত্নে হারিয়ে গেছে। ১৯৪৪-এর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যখন কলকাতা বেতারকেন্দ্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠল এবং দিল্লির ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন ব্যক্তি তদন্ত করতে এলেন, তখন ব্রিটিশদের "সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পদত্যাগ করলেন। কিন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ যে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পক্ষে কতখানি অপরিহার্য সেটা বুঝলেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।" এই প্রতিবাদের ফলে ব্রিটিশরা তাদের সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠিক এরকমই ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এক আপনভোলা বহুমুখী প্রতিভা।

* * *

শোনা যায়, ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করে আসতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; পরনে নতুন থানের ধুতি; উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত। বাকিরাও স্নান করে গেরুয়া বসনে স্টুডিওয় আসতেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে তিনি বলতেন, "সবাই ধ্যান করে নাও।" অবাক করার বিষয় তিনি কোনোদিনও একটা ধূপকাঠি দেখিয়ে বাড়িতে ঠাকুর পুজো করেন নি। যাকে মহালয়ার দিনে মানুষ ভগবান রূপে পুজো করে, তিনি বাড়িতে পুজো উপচারের ধারে কাছেও যেতেন না। তিনি বলতেন, "ভক্তি থাকবে মনে। তাতে আবার দেখানোর কি আছে?"

আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর;
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার
আগমন বার্তা।

তথ্যসূত্র :

"আনন্দমঠ"
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আদিত্য পুস্তকালয় (মহালয়া ১৪২৪ বং)

"বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বিরূপাক্ষ) রচনাসমগ্র : দ্বিতীয় খণ্ড"
লালমাটি প্রকাশন (২০২০ খ্রিঃ)

আমার ক্লান্তি আমার বস্তা পচা ব্রেইন,
আমার ঢুলে ঘুমিয়ে যাওয়া, নিস্তব্ধ লোকাল ট্রেন।

আমার চক্ষু ভেজা জল, যেন গঙ্গার দূষিত জল
আমার রাস্তায় মরে পড়ে থাকা রক্তাক্তের দল।

আমার মায়ের কোল খালি, নারীদের ধর্ষন
শহুরে কবি আওড়ায় খালি প্রেমের বর্ষন

আমার ভোটের নামে খুন,যেন নগ্ন গনতন্ত্র
সংবাদ সাজায় খবর এমন যেন মিছে পঞ্চতন্ত্র।

আমার ধুলোয় ভরা রাস্তা, মোড়ের মাথায় চা
ধর্ষন হলে সাজে মিছিল,খুন হলে ধামাচাপা।

আমারই অজানা চেনা রাজ্য যেন দুঃখিত মা
মরে ককিয়ে ক্ষোভে কুলুপ এঁটে কান্না।

- স্নেহাদ্রী সরকার

বাংলার দুর্গা পূজা

ABHINABA BOSE

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবীর শাশ্বত অভয় বানী শোনা যায় –

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ।।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ।।"

শ্রীশ্রীচণ্ডী, একাদশ অধ্যায়— নারায়ণীস্তুতি,
শ্লোক – ৫৪-৫৫

অর্থাৎ তিনি বলছেন 'এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে দেব-শত্রু অসুরগণকে বিনাশ করব।'

তিনি মহিষাসুরমর্দিনী, তিনি রণদা চণ্ডী, দেবতারা সহস্র বর্ষ স্তব করেও তাঁকে তুষ্ট করতে পারেন না, স্বয়ং ত্রিলোচনও তাঁর তত্ব পেতে অপারক। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি জননী, চন্ডীতে যাকে স্থিতি সংহারকারিনি বলা হয়েছে, আমাদের কাছে তিনি আদরের মেয়ে উমা। পিতা গিরিরাজ হিমালায় ও মাতা মেনকার জ্যেষ্ঠ কন্যা। বিবাহ হয়েছে দেবাদিদেব মহদেবের সাথে।

এই হল বঙ্গদেশের দুর্গা। বৃন্দাবনে যেমন ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ঈশ্বর নন তাদের প্রানের ধন কানাই, ঠিক তেমন তিনি দেবী নন , ঘরের মেয়ে পার্বতী। মাত্র চারদিনের জন্য পিত্রালয় থাকার অনুমতি নিয়ে আসেন স্বামীর কাছ থাকে।

শরতের আকাশে যখন কাশ ফুলের মত সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়, তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে মায়ের মন। মেনকার যেন আর তর সয়ে না। প্রতিটা এগিয়ে যাওয়া দিনের সাথে মেনকা হয়ে ওঠেন অস্থির। বারবার তাঁর স্বামীর কাছে মেয়েকে আনার অনুরোধ করতে থাকেন। তিনি যেন স্বপনে শয়নে অনুভব করতে পারেন যে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা তাঁকে দেখার জন্য ছটফট করছে। কৈলাস থেকে মেনকা মেয়ের কান্না শুনতে পান। অবশেষে বাড়ি ফেরে উমা। তাকে দেখা মাত্র মেনকা ঠিক করেন জামাই এলেও এবার আর ফেরত পাঠাবেন না।

সাধাক রামপ্রাসাদ গেয়েছেন,

"বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো
কথা শুনবো না।।
গিরি,এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।"

কিন্তু কত্রি ছাড়া যে কর্তা অচল। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে শিব ঠাকুরও চলে আসেন মর্তে। এইদিকে মেনকার আনন্দ যে বাঁধ ভেঙ্গেছে। মেয়ে আর নাতি নাতনিদের পেয়ে তিনি পরম সুখী। তাঁদের সেবা, যত্ন, আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতে করতে তাঁর নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। চারিদিকে সাজ –

সাজ রব। সমস্ত দিকে শুধু রোশনাই আর ঢাকের বাদ্যি। মহানন্দে সময় কাটে। শিউলি আর ছাতিম -এর গন্ধ জানান দেয়, গিরিরাজের উল্লাস। তিনি যেন মেয়ে কে পেয়ে বলেন,

"কে গো আমার মা কি এলি?
আয় মা মনের কথা বলি।"

কিন্তু হায়! নদীর স্রোত নিজের তালে বয়ে যায়। কারুর জন্য সে অপেক্ষা করে না। সপ্তমী, অষ্টমী পেরিয়ে এগিয়ে আসে নবমী। গিরিরাজ আর মেনকার মন ক্রমে ভারি হয়ে উঠতে থাকে। করজোড়ে তাঁরা প্রার্থনা করতে থাকেন যাতে নবমী নিশির অবশান না হয়ে। কিন্তু নবমী নিশি তাঁদের করুন প্রার্থনায় দৃকপাত অবধি করে না। অবশেষে আসে নিষ্ঠুর দশমী। আজ কৈলাসে ফেরার পালা পার্বতীর । সমস্ত দিক আজ বর্ণহীন। ঢাকের আওয়াজ ম্লান। প্রকৃতি নিজেই যেন বিষাদে ডুবে আছে। সময় গড়িয়ে যায়। এবার সসীম থেকে অসীম হওয়ার পালা। হিমালায় তাঁকে রেখে দিতে চান নিজের কাছে। সবকিছু ফেলে এগিয়ে যায় হৈমবতী পিছনে রেখে যায় এক বছরের কঠিন অপেক্ষা।

না, এক বছর না। আর কদিন পর দুর্গাই ফেরেন শ্যামা হয়ে। ঘোর মসিবর্ণা, করাল বদনা। এবার আর ঘরের মেয়ে হয়ে না, তিনি আসেন আসুর ঘাতিনী হয়ে। দ্বিপান্বিতা অমাবস্যার গভীর রাতে তাঁর আগমন। স্বয়ং মহাকালের হৃদয়ের উপর তাঁর অবস্থান, তিনি কালী।

'একৈবাহং জগৎয়ত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'

দেবী নিজমুখে বলেছেন যে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাও বহুরুপে তিনি ফিরে আসেন, বহুবার। সবই সেই বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।

তাইতো ভক্ত কবি বলেছেন,

"কে জানে মা! তব মায়া?"

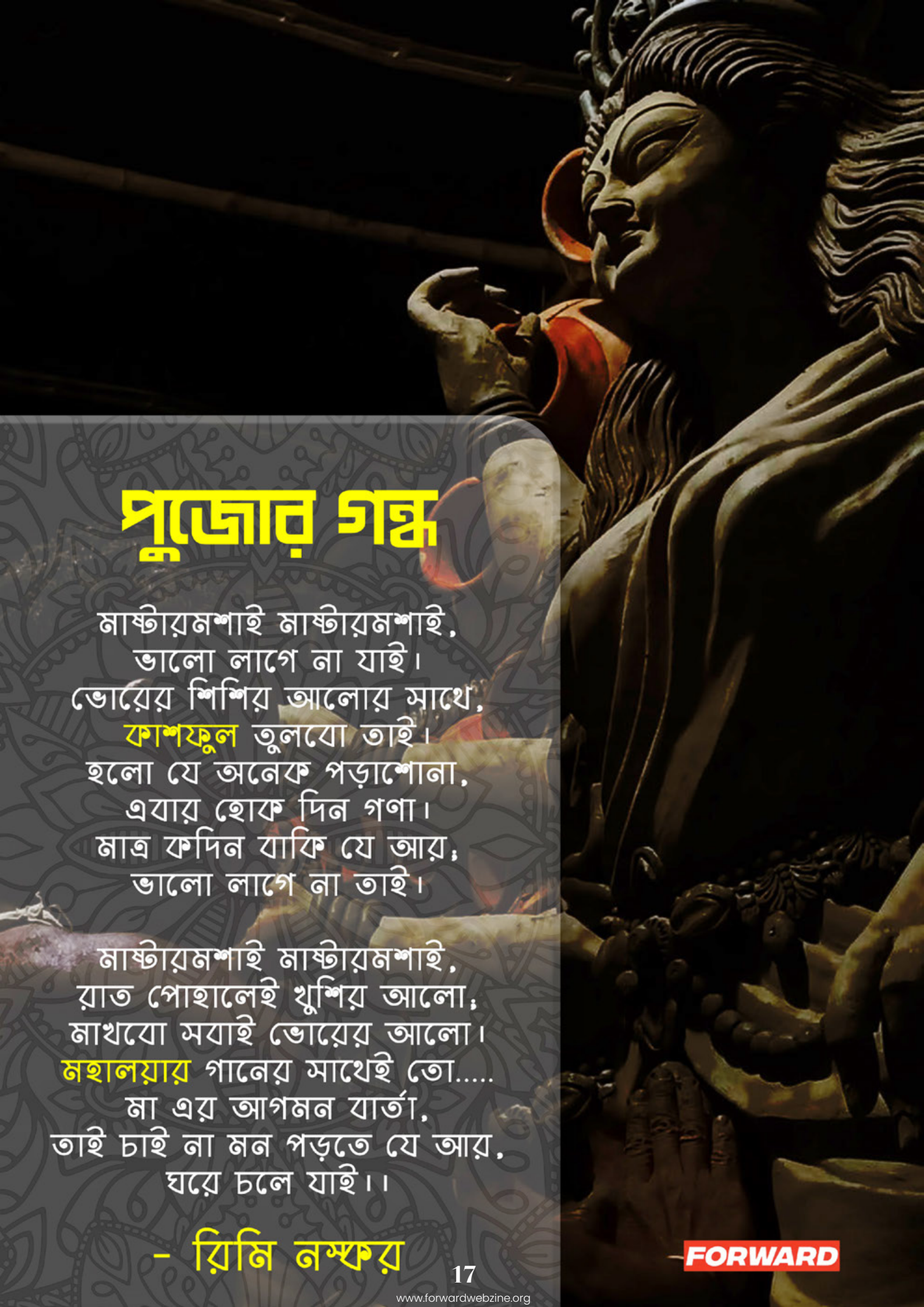

পুজোর গন্ধ

মাষ্টারমশাই মাষ্টারমশাই,
ভালো লাগে না যাই।
ভোরের শিশির আলোর সাথে,
কাশফুল তুলবো তাই।
হলো যে অনেক পড়াশোনা,
এবার হোক দিন গণা।
মাত্র কদিন বাকি যে আর,
ভালো লাগে না তাই।

মাষ্টারমশাই মাষ্টারমশাই,
রাত পোহালেই খুশির আলো,
মাখবো সবাই ভোরের আলো।
মহালয়ার গানের সাথেই তো.....
মা এর আগমন বার্তা,
তাই চাই না মন পড়তে যে আর,
ঘরে চলে যাই।।

- রিমি নস্কর

গিরিশ ঘোষের জ্যান্ত দুর্গা

PABRISHA DAS

"গিরিশ ঘোষের জেদ
মানে না স্বর্গ, মর্ত্য ভেদ"

গিরিশ জেদ ধরেছেন, এবার যদি পুজো করতেই হয়, তবে জ্যান্ত দুর্গার পুজো করবেন। গিরিশের দিদি পড়েছেন আতান্তরে। ভাইয়ের জেদ তিনি জানেন। শুধু দিদি কেন, সারা বাংলাদেশ জানত গিরিশ ঘোষের জেদ। বাংলা নাট্যমঞ্চের সম্রাট তিনি। নাট্যরচনায়, পরিচালনায়, অভিনয়ে, প্রযোজনায় সবেতে পারদর্শী। অন্যদিকে বে পাড়ার 'অচ্ছুত মেয়েদের' বাংলা মঞ্চের সেরা অভনেত্রী হিসেবে ও বরণীয় শিল্পী হিসেবে সমাদৃত করার জেদ এবং সাফল্য তাঁর করায়ত্ত।

১৯০৭ সালের কথা। তখন গিরিশ এর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও নেই, বয়োকনিষ্ঠ সখা বিবেকানন্দ ও নেই। সে যখন স্বেচ্ছাচারী, জেদি, একরোখা যুবক, তখন পাড়ার কিছু লোক রাত্তিরে তাদের বাড়ির সীমানার মধ্যে একটা প্রতিমা বসিয়ে রেখে যায়। কদিন বাদেই দুর্গাপুজো।তাদের ধারণা ছিল যে মূর্তি দেখে পুজোর আয়োজন হবে ঘোষ বাড়িতে। সকালবেলা পাড়া প্রতিবেশীরা অনেকেই কাছাকাছি হাজির মজা নেওয়ার জন্য। ঘুম থেকে উঠে গিরিশচন্দ্র বুঝলেন ব্যাপারটা। মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। ঢক ঢক করে মদ্যপান করে নাটকীয় ভাবে হাতে লাঠি নিয়ে প্রতিমার সামনে হাজির হলেন গিরিশ। খন্ড বিখণ্ড করে দিলেন প্রতিমা। দিদি ভয় আর্তনাদ করছেন। প্রতিবেশীরা আটকাতে চাইছেন। কিন্তু গিরিশ প্রতিমা চূর্ণ বিচূর্ণ করার আগে পর্যন্ত থামলেন না। তারপর মাটি খুঁড়ে সেই মূর্তি চূর্ণ মিশিয়ে দিলেন মাটিতে। তাঁর কোনো অনুশোচনা নেই।

সেই রুদ্র ভৈরব, ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর অবিশ্বাসী, প্রতিমা পুজো থেকে শতহস্ত দূরে থাকা গিরিশচন্দ্র জেদ ধরেছেন জ্যান্ত দুর্গার পুজো করবেন। দিদি আয়োজন করেছেন দুর্গা পুজোর। লোকে জানে রামকৃষ্ণ ভক্ত গিরিশ এর বাড়িতে দুর্গা পুজো হবে এবার। শুধু গিরিশ জানেন তিনি পুজো করবেন জ্যান্ত দুর্গার।

এই জ্যান্ত দুর্গার সঙ্গে গিরিশের প্রথম সাক্ষাৎ খুব রহস্যময় এবং অলৌকিক। এই সাক্ষাৎ কারের কথা বহু বছর পর স্বামী যোগানন্দ কে বলেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাকে বলেন ' একবার আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পরি। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিদারুণ যন্ত্রণায় রোগের অন্যান্য উপসর্গের কারণে ছটফট করছিলাম। একরাত্রি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। আমার সামনে এসে দাড়িয়েছে এক নারীমূর্তি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন আমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে

যাবে। ওষুধ দিলেন। তারপর স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। আমি গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে রইলাম দীর্ঘ সময়। খুব আশ্চর্য ব্যাপার, পরদিন সকালে আমি পুরো সুস্থ, রোগটা যেন নেই। এজাতীয় অলৌকিকতার সঙ্গে তখনও আমি অপরিচিত। তখনও ঠাকুর অথবা মায়ের দর্শনের আর আশীর্বাদ এর সৌভাগ্য হয়নি।'

এর পর বাগবাজারের গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে । রামকৃষ্ণদেব কে প্রচুর অবজ্ঞা, অবহেলা, মাতাল হয়ে গালাগাল করার পর ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে পড়েছেন গিরিশ। কিন্তু সারদাদেবীকে দর্শন করেছেন রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর অনেক পরে। তখন সারদা দেবী জয়রামবাটিতে। কলকাতা থেকে জয়রামবাটি পৌঁছলেন গিরিশচন্দ্র। সাথী ছিলেন স্বামী বিরজানন্দ ও নিরঞ্জন মহারাজ। মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন তাকে। মাটি থেকে মাথা আর তোলেন না তিনি। সারদাদেবী তাকে কাছে ডাকলেন। কাছে যেতে গিরিশের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন তিনি।

মায়ের মাথার ঘোমটা গেছে সরে। গিরিশ সেই মাতৃমুখের দিকে তাকিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলেন। গিরিশ চরম বিস্ময় তাকিয়ে দেখলেন , এই সেই নারীমূর্তি , যিনি গিরিশ ঘোষ এর স্বপ্নে এসে তাকে ওষুধ খাইয়েছিলেন।

গিরিশ শুধু অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'এ কি মা, তুমি !' কথাটি স্বামী যোগানন্দ কে বললেন গিরিশ। বললেন, ঠাকুরের কাছে আসার অনেক আগে, স্বপ্নে মা কে পেয়েছেন তিনি। তার আশীর্বাদেই সে আসতে পেরেছে ঠাকুরের কাছে, সঙ্গে সঙ্গ পেয়েছেন তার গুরুভাই নরেন, অর্থাৎ বিশ্বজয়ী বিবেকান্দকে।

চরম নাস্তিক, ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে রসিকতা, ঠাট্টা ইয়ার্কি করা গিরিশ পরবর্তীকালে পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন। তার ' চৈতন্যলীলা ' দেখার পরে নটী বিনোদিনীর মাথায় হাত রেখে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, তোমার চৈতন্য হোক।

পরবর্তীকালে তার নাটকে যেমন অধ্যাত্মবাদের গভীর প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথাও উন্মোচিত হয়েছে। গিরিশ ঘোষ এর ৮৫ বছর পরে জন্ম নেওয়া বাংলার আর এক প্রতিভাময় নাট্যকার, পরিচালক উৎপল দত্ত তার ' গিরিশ মানস '- এ লিখেছিলেন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার পর গিরিশচন্দ্রের নাটকে মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রকাশ গভীর মাত্রা পেয়েছিল। উৎপল দত্ত বলেন ' ধর্মের রণধ্বনি তুলে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্র। ' সেই নাটক লেখা ছেড়ে একসময় সন্ন্যাসী হওয়ার স্বপ্ন ও জেদ চেপেছিল গীরিশের। ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি তোমার কাজ করো। এ নিয়ে ভেবো না। তোমার নাটকে যে লোক - শিক্ষা হয়। পরে তার জগজ্জননী সারদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর আবার সন্ন্যাসী হওয়ার মনোবাসনা জানান তিনি। যে গিরিশ বয়সের বিচারে মা সারদার চেয়ে বড়, মায়ের কাছে সেই গিরিশই শিশু।তার আবদার শুনে মা সারদাও বলেছিলেন, তোমার কাজ তুমি করো। তাতেই মানুষের মঙ্গল হবে। মেনে নিয়েছিলেন গিরিশ। নাটক লিখেছিলেন আবার।কিন্তু এবার দুর্গোৎসবে গীরিশের জেদ মাকে চাই। সত্যিকারের মাকে। তবেই হবে দুর্গাপুজো। জ্যান্ত দুর্গা ছাড়া পুজো করে কোনো মানেই নেই। গিরিশের গুরু রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে বসে নিজের স্ত্রীকে দেবী রূপে ষোড়শী পুজো করে বিস্ময় হতবাক করে দিয়েছিলেন বিশ্বকে। ' ওই মন্দিরে যিনি আছেন, তোমার মধ্যেও তিনি আছেন ', সারদামনি বলেছিলেন রামকৃষ্ণ। তিনি বলতেন, মাটির মূর্তিতে, পাথরের মূর্তিতে যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে মানুষের মধ্যেও তিনি আছেন। সেই গুরুর পথ ধরেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেছিলেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। সারা জীবন সেই কাজটিই করে গেছেন তিনি। এবং মা সারদার মধ্যে জগদম্বাকে অনুভব করেছিলেন স্বামীজি এবং তার গুরুভাই গিরিশচন্দ্র। পরবর্তীকালে যখন বেলুড়মঠে দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়ে, স্বামীজি বলেন তাদের জ্যান্ত, মানুষ রূপের দুর্গা হচ্ছেন তাদের মাতা, মা সারদা। তাকেই পুজো করে শুরু হবে তাদের দুর্গোৎসব। তিনিই তাদের জল জ্যান্ত দুর্গা মা।গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুড়ুভাই বিবেকানন্দের পথ ধরে গিরিশ ও চান এবার জ্যান্ত দুর্গার পুজো করতেন। তার জেদ বড় ভয়ংকর।

আরমকৃষ্ণদেব কে প্রচুর জ্বালিয়েছেন গিরিশ। মিড খেয়ে চুর হয়ে চলে গেছেন দক্ষিণেশ্বর। সবাই যখন ছ্যা ছ্যা করে ওঠেন, রামকৃষ্ণদেব তাকে কাছে ডেকে তাকে আদর করে বসাতেন। একবার বেপাড়ায় হই হুল্লোড় ও মদ্যপান করে মাঝরাতে দক্ষিণেশ্বর হাজির হন গিরিশচন্দ্র। তখন দরজা বন্ধ। তার চিৎকার শুনে রামকৃষ্ণদেব ছুটে যান দরজার সামনে। গিরিশচন্দ্রের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হরিনাম সংকীর্তন শুরু করে দিলেন তিনি। গিরিশ ভাবতেন, এ তো আশ্চর্য ঠাকুর। তার মতন মাতাল কেও তিনি ভালোবাসলেন মাঝ রাত্তিরে?ঘোর অবিশ্বাসী গিরিশচন্দ্রই যখন চরম বিশ্বাসী

ভক্ত ভৈরব হয়ে উঠলেন, তখন তিনিই বলতে শুরু করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহে ঈশ্বরের অবতার। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের, পয়লা জানুয়ারি, (কল্পতরু উৎসব বলে চিহ্নিত) কাশিপুর উদ্যানবাটিতে গিরিশ কে রামকৃষ্ণদেব প্রশ্ন করলেন ,' গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ ও বুঝেছ?'গিরিশ হাঁটু গেড়ে বসে ছলছল চোখে হাতজোড় করে বলেছিলেন, ব্যাস - বাল্মীকি যার ইয়ত্তা করতে পারেননি, সেখানে তিনি তার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলতে পারেন?

রামকৃষ্ণদেব বলতেন , গিরিশের বিশ্বাস পাঁচ সিকে পাঁচ আনা। এই বিশ্বাসের জোরেই গিরিশ জেদ ধরেছেন এবার জ্যান্ত দুর্গার পুজো করবেন।

ঘোষ বাড়িতে দুর্গা পুজোর আয়োজন চলছে। গিরিশের জেদ ও বাড়ছে। তখন শ্রীমা সারদা জয়রামবাটিতে। তার জ্বর। এমন সময় কলকাতা থেকে স্বামী সারদানন্দ চিঠি লিখে পাঠান সারদাদেবী কে যে, গিরিশবাবু বাড়িতে দুর্গা পুজোর আয়োজন করছেন। মা, না এলে তিনি নাকি পুজোই করবেন না। কিন্তু এই জ্বর নিয়ে মা আসবেন কী করে?

গিরিশের বাড়িতে পুজোর আয়োজন, অথচ পুজোতে কোনো মন নেই তার। তিনি যে জ্যান্ত দুর্গার পুজো করবেন বলে বসে আছেন। গিরিশ শুনেছেন, মায়ের জ্বর। আবার কিনা জয়রামবাটিতে আছেন। তাহলে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে গিরিশের জ্যান্ত দুর্গা পুজো? পুজোর বোধনের ক্ষন উপস্থিত। গিরিশের হাতে একটা পদ্মফুল। চোখ বুজে সেই স্বপ্নে দেখা মাতৃমূর্তি , জয়রামবাটিতে দেখা সত্যিকারের মায়ের মুখটা মনে করেন গিরিশ।

গ্রিস জয়রামবাটিতে সারদা মা কে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি আমার কেমন মা? মা বলেছিলেন, 'আমি সত্যি কারের মা। গুরুপত্নী নই, পাতানো মা নই, কথার কথা মা নই। সত্য জননী। তোমার সত্যিকারের মা।'

বোধনের বাজনা বেজে উঠল। গিরিশের দরজা পেরিয়ে ঢুকলেন গিরিশের সত্যিকারের মা, মা সারদা। গিরিশের জ্যান্ত দুর্গা। বিশ্বাস হচ্ছে না গিরিশের। জ্বর নিয়েও মা এসেছেন। তার ডাকে এসেছেন! গিরিশের ডাকে তিনি জয়রামবাটি থেকে কলকাতায় এসে উঠলেন ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে। অসুস্থ শরীরেই তিনি হাজির তার সত্যিকারের পুত্রের ডাকে।

পদ্মফুলটি গিরিশ অর্পণ করেন মায়ের পায়ে, জ্যান্ত দুর্গার শ্রীচরণে। অস্ফুটে গান ধরেন গিরিশ। মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে ঘাটিস মাটি নিয়ে।

গিরিশের চোখ জলে ভেসে যায়। সেই জলে সারা বিশ্বের অসিম আনন্দ মিশে রয়েছে।

সত্যিকারের মা হাত রাখেন গিরিশের মাথায়। এই মহাবিশ্বের এক ছোট্ট বিন্দুতে, বাগবাজারে, পুজোর বাদ্যি বেজে উঠল। শুরু হল দুর্গা পুজো। জ্যান্ত দুর্গার।

Amid the vibrant cacophony of the city of Joy, lies the hushed colonies, synchronizing enigma and poignance- forming the crux of 'Tilottoma'.

Once bustling with the rush of bygone days, today it solicits deep introspection and reflection from its visitors seeking refuge from the buzzing and bustling city life.

The tranquil stretches inscribed the bloodstained tales of patriotism-witnessed the desperate struggle for a life-free and uninhibited, unlike the claustrophobic lanes of colonialism.

The weathered cobblestones reverberate the nostalgia of the rolling wheels of rickshaws, reminiscing the journey of common people towards fulfillment of aspirations.

The void sheltered the shredded and unfolded the saga of hope and resilience.

The dilapidated windows and worn out walls hold the testaments of whispers and secrets of love and longing of the forgotten times.

In the ebbs and flows of time, the city continues to exhibit a harmonious coexistence of modernized metropolis and classical charm of preserved heritage.

- Shreyasi Pal

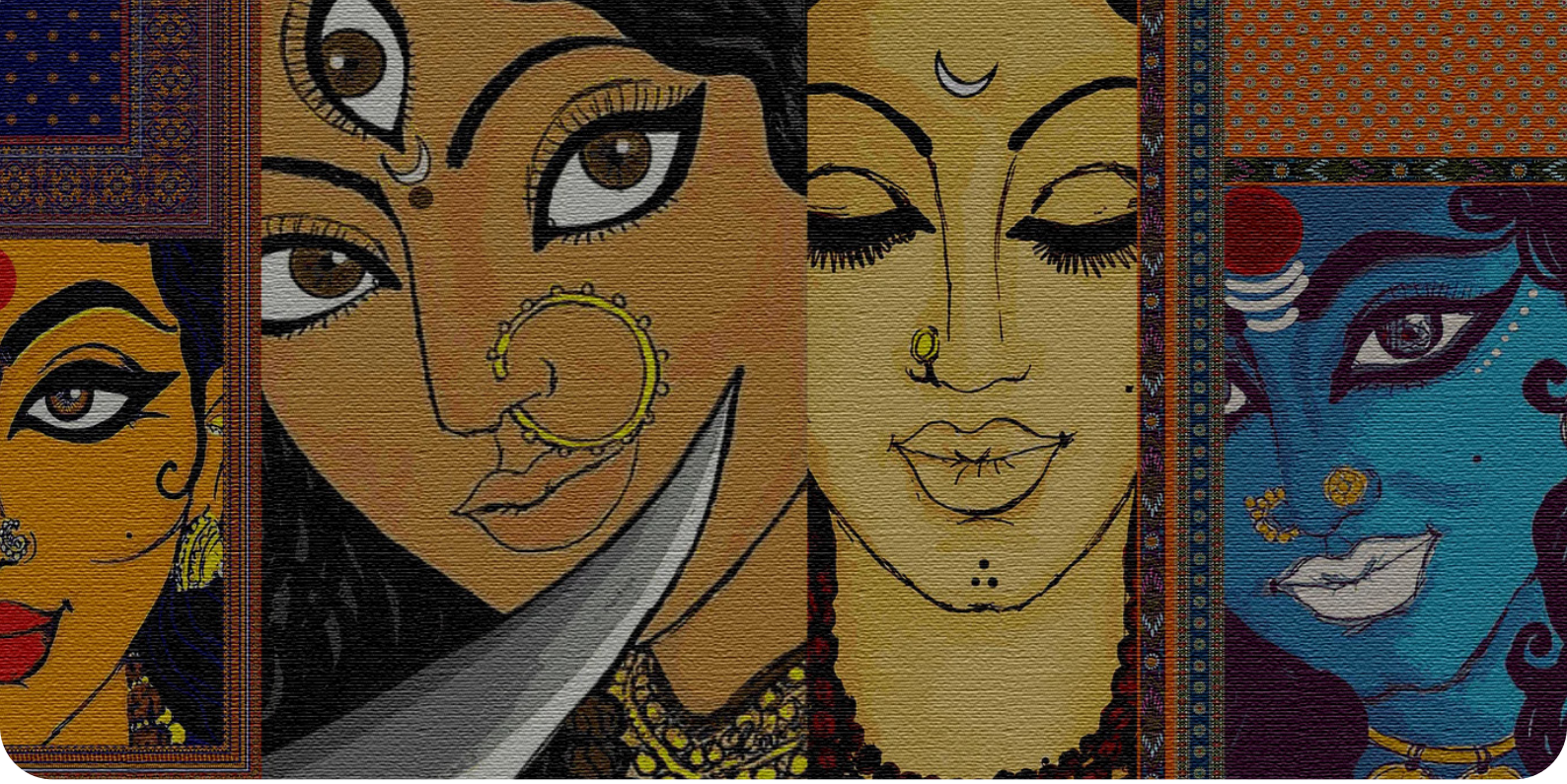

পুজোর পুরাণ

RATUL SENGUPTA

আসছে, ৫ দিনের ম্যাজিক আসছে, The World's Largest Street Carnival আসছে , আর তার পর সর্বত্র আপনি দেখতে পাবেন সেই typical দূর্গা পুজোর বিজ্ঞাপন। সব বিজ্ঞাপনেই দেখা যাবে বনেদি বাড়ির পুজো, সেই মা মাসিমারা লাল পার সাদা শাড়ী পরে পুজো মণ্ডপে আসছে, সেই বাচ্ছারা ছোটা-ছুটি করছে ঠাকুর দালানের মধ্যে, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে নানা রকমের প্রতিমা, দেখতে ভালোই লাগে। কিন্তু কলকাতার যে জায়গা এই প্রতিমা নির্মাণের জন্য বিখ্যাত সেই কুমারটুলির উৎপত্তির পেছনে আছে একটি সুন্দর গল্প। সেইটা কি? জানতে হলে, আমাদের সময়ে একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

অবিভক্ত বাংলার দূর্গা পুজোর প্রচলন শুরু করেন নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। যদিও কলকাতায় দূর্গা পুজো প্রচলন শুরু করেন শোভাবাজার রাজবাড়ীর রাজা নবকৃষ্ণ দেব। সালটা ছিল ১৭৫৭, পলাশির যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজ রা কলকাতার গোবিন্দপুর চত্বর মানে আজকের ময়দানের আসেপাশের জায়গাটায় তাদের নতুন Fort William বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কেল্লা বানাতে, ইংরেজরা গোবিন্দপুর এলাকার লোকেদেরকে সরিয়ে সুতানুটি অঞ্চলে, পেশাভিত্তিক অর্থাৎ কাজ ভিত্তিক এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়। যেমন ছুতোরপাড়া, আহিরীটোলা, কুমারটুলি ইত্যাদি। ১৭৫৭ সালে, রাজা নবকৃষ্ণ কলকাতায় পুজো শুরু করাতে আস্তে আস্তে বাকি ধনী সম্প্রদায় বাড়িতেও দূর্গা পুজার প্রচলন শুরু হয়। সেই থেকে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর এইসব জায়গার কুমার রা কলকাতায় চলে আসে এই কুমারটুলি অঞ্চলে, বেশি উপার্জনের আশায়। তবে একটি মজার ব্যাপার হলো, কুমোরটুলি লোকেরা আগে কখনো সিংহ দেখেনি তাই শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রতিমায় সিংহের আকৃতি ঘোড়ার মতন যা আজ ও অপরিবর্তিত।

কিন্তু আমাদের আজকের দূর্গা পূজা যে এইরকম বিশাল একটা ব্যাপার হয়েছে, সেটা তো আর বাড়ির পুজোর জন্য হয়নি, হয়েছে বারোয়ারি পুজোর জন্য। আচ্ছা তাহলে বলুন তো , কলকাতার প্রথম বারোয়ারি পুজো কোনটা? আপনি কি ভাবছেন বাগবাজার? আরে মশাই কলকাতার সব জিনিস কি শুধু North এ থাকবে কিছু জিনিস তো আমাদের South এর দিকেও আছে। তো গল্প শুরু আদি গঙ্গার ধারে বলরাম বসু ঘাট দিয়ে যেটা ছিল একটি সতী দাহ ঘাট। তারপর ১৮৩৯ এ সতী প্রথা বন্ধ হলো। তার ঠিক ৮০ বছর পরে ১৯০৯ সালে, মানে যে বছর Dalhousie Gillander House তৈরী হয়, সেই বছর এখানে ঘটে একটি ঘটনা। ভবানীপুরের দিকে যদি যান তাহলে দেখবেন একটু নর্থ কলকাতার মতন দেখতে লাগে, তার কারণ ভবানীপুর কিন্তু খুব পুরোনো একটি পাড়া আর বলরাম বসু ঘাট এর আসে পাশে অনেক সমৃদ্ধ বাঙালি পরিবার থাকে। এই যেমন ধরুন হরিশ মুখার্জী রোড এর পাশে নন্দন রোড যাদের নামে সেই নন্দন পরিবার কিন্তু

আজ ও ভবানীপুরের থাকে এবং তাদের ব্যবসা সোনার। তো ওই বলরাম বসু ঘাট, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট এলাকায় যারা থাকতেন, তারা ঠিক করলেন সবাই মিলে একটা দূর্গা পুজো করলে বেশ হয়। তৈরী হলো ভবানী সনাতন ধর্মৎসাহীনি সভা। কারা ছিলেন জানেন এই দলে? জানলে অবাক হবেন, বিখ্যাত লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রর বাবা, তারপর বিখ্যাত অনেক বইয়ের লেখক কেশব চন্দ্র নাগ বা KC Nag এর বাবা, তারা শুরু করে এই পুজো, তারপর আশুতোষ মুখার্জী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, KC Nag, এরাও জুড়েছিলেন এই পূজা সভার সঙ্গে। তো ১৯০৯ শুরু হয় সনাতন ধর্মৎসাহীনির সভার পুজো, ১১৪ বছর বয়েস হলো এই পুজোর এই বছর। পুজো কিন্তু নিয়ম ভাবে প্রত্যেক বছর হয়ে চলেছে। তার মানে পুজো চলেছে দুটো বিশ্ব যুদ্ধর মধ্যে দিয়ে , ১৯৪৩ সালে Great Bengal Famine এর মধ্যে দিয়ে , ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ, এমন কি এই recent COVID ও আটকাতে পারেনি এই পুজো কে।

এখানে পুজোতে যে প্রতিমা হয়ে সেটা কিন্তু এখনো এক চালার দূর্গা প্রতিমা। যদিও এখনকার দূর্গা পুজোয় সব জায়গায় পাঁচ চালার প্রতিমা দেখি, কিন্তু আগের কলকাতায় তথা বাংলা তে একচালার প্রতিমা পুজো হতো। কি ভাবছেন? তাহলে এই পরিবর্তন হলো কেমন করে ? এই ঘটনার সাথে কিন্তু নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জড়িয়ে আছে। শুরুটা অবশ্য ১৯৩৩ সালে, কুমোরটুলি অঞ্চলে, কুমোরটুলির শিল্পীরা মিলে সার্বজনীন পুজো শুরু করে। গোপেশ্বর পাল ছিলেন এই পুজোর প্রতিমা নির্মাতা আর হরিশঙ্কর পাল ছিলেন সভাপতি। কিন্তু ১৯৩৮ সালে যখন হরিশঙ্কর বাবু সভাপতি পদ ছেড়ে দিলেন, সেই সময় সুভাষ চন্দ্র বসু কে সেই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সেই বছর পুজোয় ঘটে এক বিপত্তি। পঞ্চমীর দিন, কোনো এক অজানা কারণে প্রতিমার গায়ে আগুন লেগে গিয়ে পুরো প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর এক রাতের মধ্যে পুরো প্রতিমা তৈরি করা সহজ ব্যাপার নয়। তাই সুভাষ বসু আর গোপেশ্বর পাল মিলে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিমা তৈরী করা হবে। গোপেশ্বর পাল তৈরী করলেন দূর্গা প্রতিমা আর বাকি শিল্পীরা তৈরী করলেন বাকি প্রতিমা গুলি। ষষ্ঠীর দিন মণ্ডপে প্রথম পাঁচ চালার প্রতিমা নিয়ে আসা হলো। আর এই ভাবেই পাঁচ চালার প্রতিমার পুজোর প্রচলন শুরু হলো। এটাই হচ্ছে পুজোর মজা জানেন, একটা "Sense of Continuity"। আমার আগে আমার বাবা করেছে, এখন আমি করছি, এরপর পরবর্তী প্রজন্ম চালিয়ে নিয়ে যাবে। হয়তো বাঙালি জোর গলায় বলে "আসছে বছর আবার হবে"!

DURGA PUJA - AS I SEE IT

RIDDHI DAS

Durga Puja, the grandest celebration in the Bengali calendar, is a symphony of emotion, power, enthusiasm, and love. It's not just a religious festival; it's an embodiment of cultural pride and unity.

Emotion runs high during these days, as devotees immerse themselves in the worship of Goddess Durga, the embodiment of feminine strength and compassion. It's a time for reflection, devotion, and gratitude, where prayers are offered not just for personal gain but for the well-being of all.

The power of Durga Puja lies in its ability to bring together people from all walks of life. Elaborate pandals (temporary temples) rise across cities, each trying to outdo the other in creativity and artistry. The crafting of the idols itself is a testament to the remarkable skills of artisans. The communal spirit and collective effort behind these endeavours are a demonstration of the incredible power of unity.

Enthusiasm permeates every aspect of the festival. From the rhythmic beats of the dhak (drum) to the vibrant dhunuchi (incense burner) dances, the air is charged with fervour. The streets come alive with processions, music, and dance, showcasing the unbridled enthusiasm of the participants and onlookers alike.

At its core, Durga Puja is a festival of love, both divine and human. It's about the love and devotion that devotees pour into their prayers, and it's about the love that binds communities together as they celebrate the triumph of good over evil. Durga Puja is a powerful testament to the depth of human emotion, the strength of unity, the fervour of enthusiasm, and the boundless love that connects us all.

অগ্নিযুগের
কাহিনী

প্রিয় নেতাজী,

তুমি বলেছিলে, "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।"

রক্ত আমরা আজও দিচ্ছি, দিতে বাধ্য হচ্ছ। তবে সেটা তোমার চিরকাঙ্খিত স্বাধীনতার জন্য নয়। বাকিটা থাক ....ওরা শুনছে !!

আজ তোমাকে লিখতে বসলে হয়তো এই কালি ফুরিয়ে যাবে, এই মুহূর্তে তোমাকে বড়ো প্রয়োজন নেতাজী, ভারতমাতা যে আজও হতাশ।

হে বীর,

হয়তো তুমি আবার আসবে, হয়তো 'সুভাষ' নামে নয়। আমাদের বুকে জমে থাকা তীব্র অভিমানের নামে, আমাদের আবেগের নামে, আমাদের সাহসের নামে।

হয়তো আজও অনেক 'সুভাস' আমাদের চোখে 'গুমনামি'। সেই "চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস মহা-প্রলয়ের নটরাজ " রূপে জেগে উঠুক তাঁরা । প্রতিটি হৃদয়ে স্পন্দিত হোক, **"বিদ্রোহী সুভাষ"**

আজ তোমায় কিছু কথা লিখলাম, আমার বিশ্বাস তুমি শুনছো। তোমাকে ফিরতেই হবে নেতাজী, হ্যাঁ কোনো ছদ্মবেশে নয় ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে লুকোনো 'সুভাষ-দের মধ্য থেকে বেড়িয়ে আসুক সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ, সেই "দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু '

অপেক্ষায় রইলাম ...

- দেবলীনা মিশ্র

21 OCT 1943

The Proclamation of Independence

FORWARD

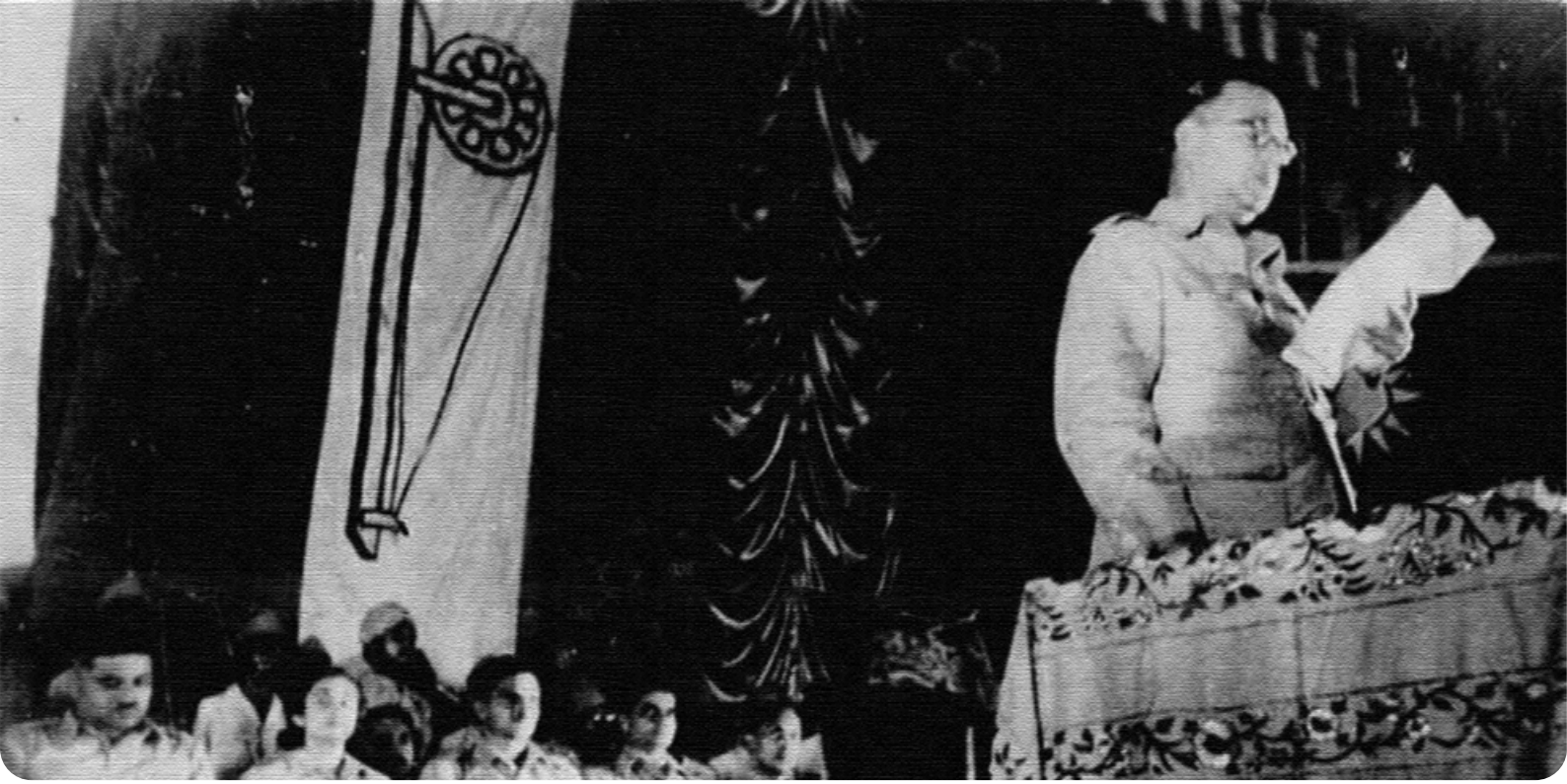

21 OCTOBER 1943:
THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

KAUSANI SAHA

21st October 1943 should be marked as a very important date in the history of Indian Freedom Struggle. It signifies the formation day of the "Arzi Hukumat-e-Azad Hind" (Provisional Government of the Azad Hind) by Netaji Subhas Chandra Bose. The Indian National Army (or Azad Hind Fauj) was the military wing of the Azad Hind Government. Though, it was originally formed by Indian and Japanese collaborations between Rash Behari Bose and was later handed over to Netaji who revived the army and pushed it to the zenith of its potential. Formation of the INA was a highly crucial step towards the progress in India's struggle for independence from British colonial rule.

Azad Hind was recognised as a legitimate state by only a small number of countries limited solely to Axis powers and their allies. Hence, this international backing brought India's freedom struggle to global attention, creating a huge exposure to greater opportunities and advances. It also showcased that India's fight for freedom was not limited to domestic efforts but had a global reach.

The INA had always been a symbol which represented a bold move from India's side, to revolt against the British. Its aim was to rally Indian soldiers and common citizens to fight against the British; for India's freedom; for her justice. It drew support from both the country and abroad. The Fauj mainly consisted of Indian soldiers who had previously served in the British Indian Army but were now against the cause of the same. This made the INA a significant force to deal with owing to their military and strategic assets for the independence movement of our nation.

It also served as a symbol for unity, uniting people from a copious number of backgrounds and regions, transcending linguistic, regional and religious barriers. It epitomized and clarified people's vision of a united and independent India.

The INA's march into India had led to the Red Fort Trials, where the Fauj's soldiers were tried for their retaliation against the British Rule. Ironically, it rather garnered public sympathy and further fueled the demand for India's complete Independence. While the INA did not directly help achieve India's freedom. It certainly played a vital role in shaping the political landscape along with a plethora of reasons which indirectly served the cause.

The events of 21st October 1943 also gave rise to Bose's famous slogan, 'Chalo Dilli' and 'Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dunga'.

এই দেশ ভোলেনি তোমায়

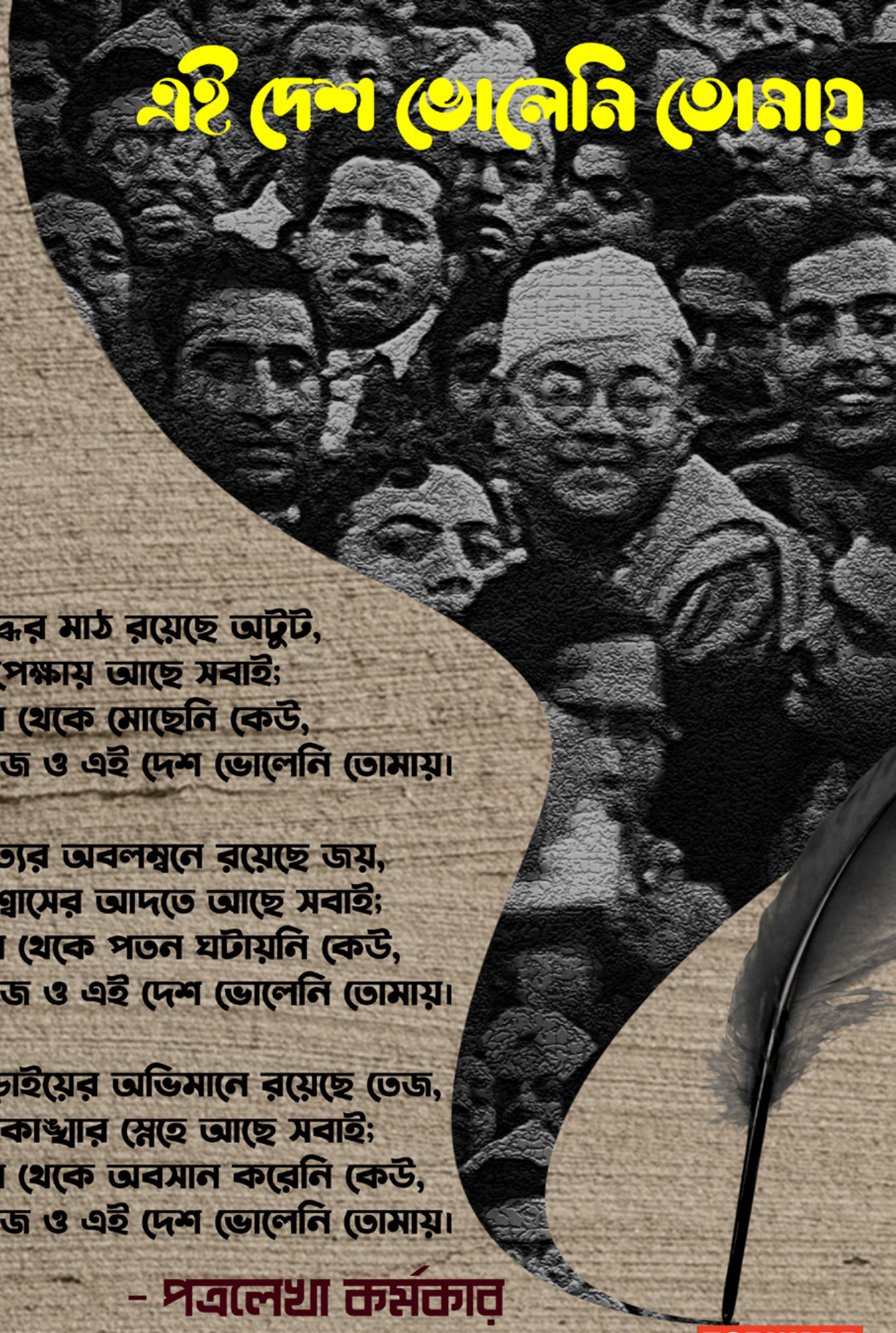

যুদ্ধের মাঠ রয়েছে অটুট,
অপেক্ষায় আছে সবাই;
মন থেকে মোছেনি কেউ,
আজ ও এই দেশ ভোলেনি তোমায়।

সত্যের অবলম্বনে রয়েছে জয়,
বিশ্বাসের আদতে আছে সবাই;
মন থেকে পতন ঘটায়নি কেউ,
আজ ও এই দেশ ভোলেনি তোমায়।

লড়াইয়ের অভিমানে রয়েছে তেজ,
আকাঙ্খার স্নেহে আছে সবাই;
মন থেকে অবসান করেনি কেউ,
আজ ও এই দেশ ভোলেনি তোমায়।

- পত্রলেখা কর্মকার

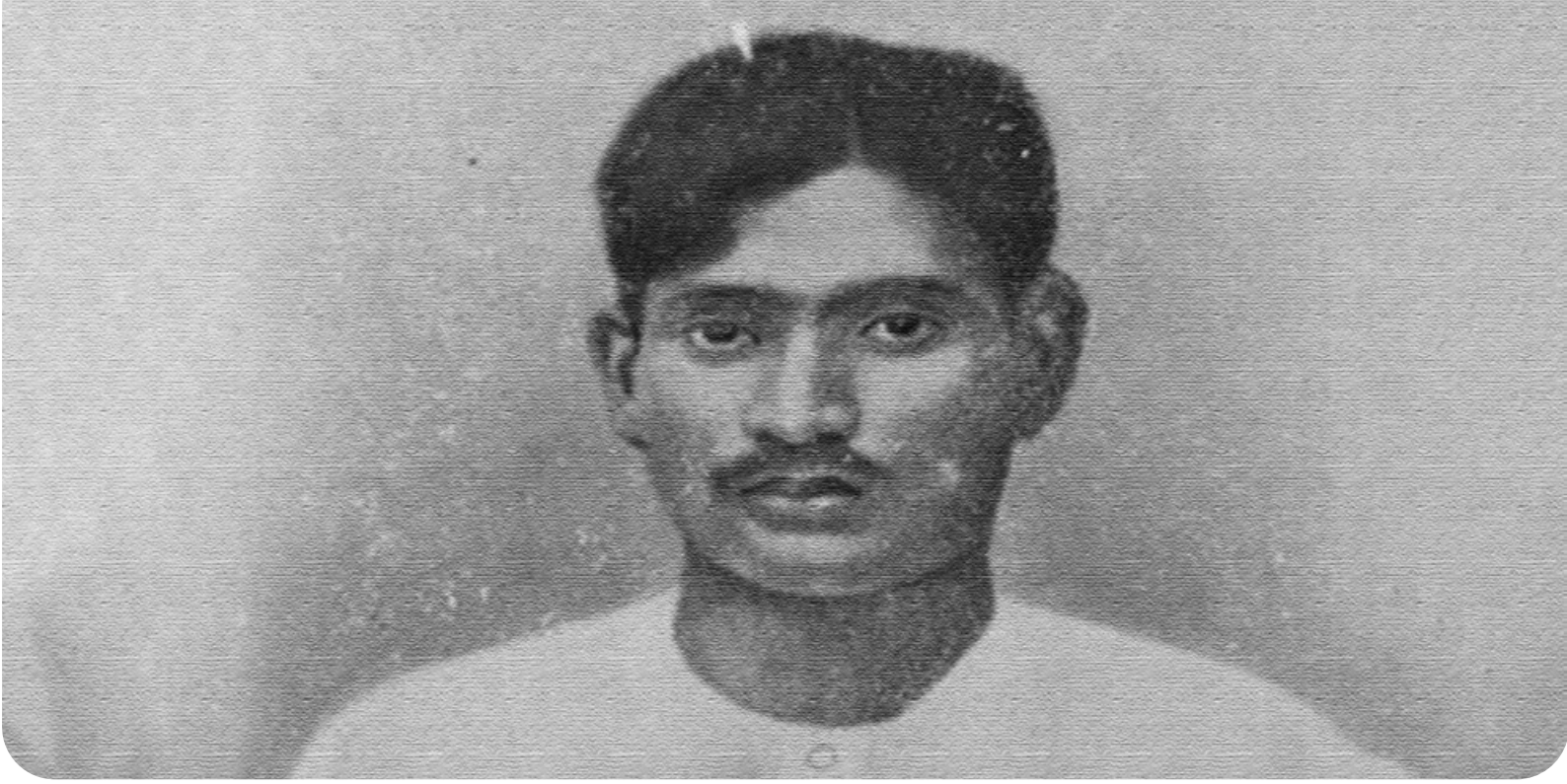

বিস্মৃত বিপ্লবী - শ্রী দীনেশচন্দ্র মজুমদার

ARNAB BANERJEE

পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য বাংলার যে সকল দামাল ছেলেরা প্রতিনিয়ত নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল, সেই সমস্ত দুঃসাহসী বিপ্লবীদের মধ্যে অধিকাংশের নামে আজ বিস্মৃতপ্রায়। এই সমস্ত বিস্তৃত বিপ্লবীদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া এক তরতাজা তরুণ বিপ্লবী হলেন শ্রী দীনেশচন্দ্র মজুমদার। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের শহীদ এই বিপ্লবী একাধারে ছিলেন অসীম সাহসী, অকুতোভয় এবং ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের এক তরুণ সৈনিক।

১৯০৭ সালের ১৯-শে মে (বাংলার ৫-ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ) উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাটে দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র মজুমদার এবং মাতা বিনোদিনী দেবী। পূর্ণচন্দ্র এবং বিনোদিনী দেবীর চার ছেলের মধ্যে দীনেশ ছিলেন মেজো।

দীনেশ চন্দ্রের ছাত্রজীবন শুরু হয় বসিরহাট হাইস্কুলে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জীবন কেটেছে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। মাত্র চার দিনের জ্বরে বাবা পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের অকাল মৃত্যুতে চার ভাইকে নিয়ে অকুলপাথারে পড়লেন মা বিনোদিনী দেবী। পিতার মৃত্যুর পর দারিদ্র্য আর নিঃসীম অন্ধকারের বিরুদ্ধে শুরু হয় দীনেশের মা বিনোদিনী দেবীর অসীম সংগ্রাম। তবুও স্রোতের প্রতিকুলে সংগ্রাম করে বসিরহাট হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা (আই. এ.)-য় উত্তীর্ণ হন দীনেশ। এরপর সাফল্যের সঙ্গে সিটি কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করার পর ১৯২৮ সালে বি. এস. সি. পাস করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর আইন নিয়ে পড়াশোনা।

১৯২১ সাল থেকে যে সমস্ত বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে আলোড়িত করেছিল তার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দুটি বিপ্লবী দল ছিল পূর্ববঙ্গের 'অনুশীলন সমিতি' এবং পশ্চিমবঙ্গের 'যুগান্তর দল'। আই. এ. পড়ার সময় থেকেই প্রতিবেশী বিপ্লবী অনুজাচরণ সেনের মাধ্যমে দীনেশচন্দ্রের যোগাযোগ হয় এই 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সাথে। বিখ্যাত বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের দীক্ষাগুরু; তাঁর কাছ থেকেই দীনেশচন্দ্র শিখেছিলেন বিপ্লবের আদর্শবাদ; নিয়েছিলেন বিপ্লবের পাঠ।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিপ্লবী-নেতা বাঘাযতীনের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঘাযতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় বালেশ্বরের গুপ্ত ঘাঁটির পরিচালক শ্রী শৈলেশ্বর বসু যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে দীনেশ চন্দ্র, অনুজাচরণ সেনের সঙ্গে রাত জেগে তাঁর সেবা করেন। আই. এ. পড়ার সময় থেকেই শুরু হয় তাঁর নিয়মিত শরীরচর্চা এবং

যোগাভ্যাস। এরপর যুগান্তর দলে যোগদানের পর শুরু হয় তাঁর লাঠি ও ছোড়া চালনার শিক্ষাপর্ব। ধীরে ধীরে দীনেশ হয়ে ওঠেন দেহে-মনে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর এক আদর্শ লাঠিয়াল। সেসময় যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে ছাত্রী সঙ্ঘের মেয়েদের লাঠি খেলা শেখানো হত। দলের পক্ষ থেকে এই ভার দেওয়া হয় দীনেশচন্দ্রকে। এখানেই তাঁর আলাপ হয় বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্তের সঙ্গে। দীনেশ চন্দ্রের সংগ্রামী মনোভাবের কারণে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দীনেশকে স্নেহশীলা দিদির মতো আপন করে নেন তিনি। শুধু কমলা দেবীর কাছেই নয়, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা এবং নিষ্ঠার গুণে দীনেশচন্দ্র শীঘ্রই যুগান্তর দলের এক জনপ্রিয় নাম হয়ে ওঠেন; যে দলের মধ্যে ছিলেন কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য), শান্তিসুধা ঘোষ (পরবর্তীকালে হুগলী মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ), সুলতা কর, নলিনী দেবী, লীলা কামলে, আভা দে, সুরমা মিত্র (ছাত্রী সংঘের সভাপতি), সুহাসিনী দত্ত, কল্পনা দত্ত এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো বীরাঙ্গণা মহিলা সদস্যেরা।

এরপর দলনেতার নির্দেশে তিনি বগুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে হাত লাগান। পরবর্তীকালে তাঁকে দলের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মস্থান বসিরহাটে পাঠানো হয়। এখানে আসার পর ডঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষালের সক্রিয় সহযোগীতায় দীনেশচন্দ্র, নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক যুবকদের একত্রীকরণ এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। ওইখানকার স্টেট ব্যাংকের তৎকালীন পুরানো বাড়ির মাটির নীচের একটি ঘরে দীনেশের উদ্যোগে একত্রিত হন সাহসী যুবকরা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে একটি গোপন ও প্রশিক্ষিত দল গঠন করা, যারা মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য আদর্শ এবং দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অনুপ্রাণিত হবে।

১৯৩০ সালে দীনেশচন্দ্র বসিরহাটে 'জাতীয় পাঠাগার' এবং 'ব্যায়ামপীঠ (যোগ কেন্দ্র)' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যায়ামপীঠ আসলে ছিল তরুণ বিপ্লবী সৈন্যদের তালিকাভুক্ত করার একটি গোপন কেন্দ্র। এখানে আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠি, ছুড়ি প্রভৃতি চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এমনকি এখানে বোমা তৈরীর অনুশীলনও করা হত ।

বাংলা মায়ের এই দামাল সন্তানের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কলকাতার তৎকালীন নৃশংস পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের উপড় বোমা নিক্ষেপ। ঘটনাটি ঘটে ১৯১৯ সালের ২৫-শে আগস্ট। ঐদিন দীনেশ তাঁর দুই সহযোগী শৈলেন নিয়োগী এবং অনুজাচরণ সেনকে নিয়ে উপস্থিত হন কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে। এরপর সেখানে টেগার্টের গাড়ি এসে উপস্থিত হলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাটি নিক্ষেপ করেন দীনেশচন্দ্র মজুমদার। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায় চার্লস টেগার্ট। দলের পক্ষ থেকে আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল দীনেশের বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে উল্টোদিক থেকে বোমা নিক্ষেপ করবেন অনুজা সেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার আগেই বোমাটি তাঁর হাতে ফেটে যায় এবং তৎক্ষনাৎ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন অনুজা সেন। এই ঘটনার পর দীনেশের অপর সহযোগী শৈলেন নিয়োগী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও দীনেশ ধরা পড়ে যান। একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয় এবং IPC-র 307/120B, 307/34, 4B, 3(6)-এর ধারায় বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। শাস্তি স্বরূপ তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে মেদিনীপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী রাখা হয়।

এই ঘটনার পর পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিপ্লবীদের খানাতল্লাশি শুরু করে এবং বহু লোককে গ্রেফতার করে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে শোভারাণী দত্ত, কমলা দাশগুপ্ত, শৈলরাণী দত্ত, ডঃ নারায়ণ রায়, ভূপাল চন্দ্র বসু, অদ্বৈত দত্ত, অম্বিকা রায়, রসিকলাল দাস, সতীশ ভৌমিক, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, রোহিনী অধিকারী সহ বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। বিচারে নারায়ণ রায় এবং ভূপাল বসুকে ১৫ বছরের দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্রনাথ দত্তকে ১২ বছর, রোহিনী অধিকারীকে ৫ বছর এবং সতীশচন্দ্রকে ২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি অভিযুক্তদের মুক্তি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই ঘটনায় অভিযুক্ত অধিকাংশ বিপ্লবীরাই ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক।

এদিকে মেদিনীপুর জেলে কিছুদিন থাকার পর দীনেশকে আন্দামানে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। ১৯৩২ সালের ৮-ই ফেব্রুয়ারী দীনেশ ঐ জেলেই বন্দী অন্য দুই বিপ্লবী শচীন করগুপ্ত এবং সুশীল দাশগুপ্তের সাথে রাতের অন্ধকারে মেদিনীপুর জেলের লৌহকপাট গলে উঁচু প্রাচীর টপকে জেল থেকে পালিয়ে যান। তবে এই পরিকল্পনা সফল হলেও উঁচু প্রাচীর টপকানোর সময় দীনেশের পা ভেঙে যায়। এই দুঃসাহসিক ঘটনা জানাজানি হলে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। দীনেশের নামে হুলিয়া ঘোষণা করা হয় যে, ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেওয়া হবে। এরমধ্যে বক্সা, হিজলি ও মেদিনীপুর জেল থেকে পালানো বেশিরভাগ বিপ্লবীরা ধরা পড়ে গেলেও ধরা পড়লেন না শুধু দীনেশ। ব্রিটিশ পুলিশ পাগল কুকুরের মতো তাঁর খোঁজ চালাতে লাগল। একের পর এক ডেরা বদলে তিনি ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দেশকে স্বাধীন করার

লক্ষ্য নিয়ে আত্মগোপনকালে কুলির কাজও করেছেন দীনেশ। কিছুদিন ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি পর অবশেষে চন্দননগরে তাঁকে আশ্রয় দেন বিপ্লবী শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ।

পলাতক দীনেশ তাঁর কমলাদি (কমলা দাশগুপ্ত)-র সঙ্গে দেখা করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাঁর এই কর্মকান্ডের কথা পৌঁছে যায় বাংলা তথা ভারতের মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছে। সমস্ত খবর জানার পর রাসবিহারী বসু তাঁকে নিরাপত্তার কারণে অবিলম্বে জাপানে চলে আসতে বলেন। কিন্তু দীনেশ তখন আগের থেকে আরো বেপরোয়া। তিনি রাসবিহারী বসুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ভারতের মাটিতে বিপ্লবকে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া আর যদি তাতে প্রাণ যায় তো যাক ।

এই সময়ে যুগান্তর দল ঠিক করে ব্রিটিশ সরকারের মুখপত্র স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ অ্যালফ্রেড ওয়াটসনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ বিপ্লবীদের প্রতি সরকারী প্রতিহিংসাকে স্টেটসম্যান খোলাখুলি সমর্থন করেছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ৫-ই আগস্ট ওয়াটসনের উপড় আক্রমণ করা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিপ্লবী অতুল সেনের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং ওয়াটসন প্রায় অক্ষত অবস্থায় প্রাণে বেঁচে যায়। এরপর ঐ বছরেরই ২৮-শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যেবেলা দীনেশের নেতৃত্বে আবার ওয়াটসনের উপড় আক্রমণ করা হয়। এবার ওয়াটসন প্রাণে বেঁচে গেলও গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ পুলিশ হত্যার ষড়যন্ত্রী হিসাবে শীঘ্রই দীনেশকে চিহ্নিত করে এবং সেইসাথে তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করে ১৫০০ টাকা।

এই ঘটনার পর দীনোশ আবার আত্মগোপন করেন চন্দননগরে। সে সময় চন্দননগর ছিল ফরাসিদের অধীনে। কিন্তু তা সত্বেও ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসিদের পারস্পরিক সমঝোতার কারণে ইংরেজ সরকারের নির্দেশ মতো চন্দননগরের তৎকালীন ফরাসি পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে ক্যুঁইনের নেতৃত্বে পুলিশ তাঁর চন্দননগরের আস্তানা ঘিরে ফেলে। কিন্তু দীনেশের অভ্রান্ত নিশানায় পুলিশ কমিশনার ক্যুঁইন নিহত হয় এবং দীনেশ সেখান থেকে আবার পালিয়ে যান। এরপর যুগান্তর বিপ্লবী দল সমর্থিত মহিলাদের সংগঠন ছাত্রী সংঘের সদস্যাদের সহায়তায় কখনও তাঁদের মধ্যে কারও ভাই সেজে, কখনো আবার তাঁদের মধ্যেরই কারো স্বামী সেজে ব্রিটিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে কখনো টালিগঞ্জের কোনো মেসবাড়ি তো পরের দিনই মেছুয়াবাজারের কোন ভাড়াবাড়ি - এইভাবে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করতে থাকেন।

দিনের পর দিন এইভাবে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকার ফলে দীনেশ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। গায়ে জ্বর, রাতবিরেতে কাশি কিন্তু সেইসঙ্গে অর্থাভাব ; এর ফলে বিনা চিকিৎসায় ক্রমশ নির্জীব হতে শুরু করেন দীনেশ। বন্ধুর এই বিপদের দিনে চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে এগিয়ে আসেন গ্রীন্ডলে ব্যাংকের কর্মচারী কানাই ব্যানার্জী। বন্ধুর চিকিৎসার জন্য তিনি ২৭ হাজার টাকা ব্যাংক জালিয়াতি করে দীনেশের হাতে তুলে দিলেন। এই ঘটনার অনুসন্ধানে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু দীনেশ? তিনি কি করলেন সেই টাকা নিয়ে? রক্তে যার বিপ্লবের আগুন জ্বলছে , সে কি কখনো দেশের আগে নিজের কথা ভাবতে পারে? ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর ভগ্ন শরীরে ছটফট করছিলেন দীনেশ; আর টাকা হাতে পাওয়ার পর নিজের চিকিৎসার বদলে পুরো টাকাটাই তিনি দান করে দেন বিপ্লবাত্মক কর্মের জন্য। এরপর দীনেশ, বিপ্লবী নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর সঙ্গে কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এক ভাঙ্গা বাড়িতে আত্মগোপন করেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১৯৩৩ সালের ২২-শে মে, ভোর পাঁচটার সময় সশস্ত্র ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেলে। বীরের মতো লড়াই করেও বুলেট শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ধরা পড়লেন তিনজন বিপ্লবীই।

বিচারে বাকি দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলেও u/s 370/74 IPC, 6 Bengali criminal Law Amendment act এবং 19(f) under the arms act-এর অধীনে দীনেশকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করা হয়। এই বিচার ছিল বিচারের নামে প্রহসন।

এই আদেশ যখন দেওয়া হয় তখন দীনেশ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত মুমূর্ষ রোগী। গায়ে তাঁর ধূম জ্বর। সেই সাথে অবিরাম কাশির সাথে রক্ত ওঠে মাঝে মাঝেই।

১৯৩৪ সালের ৯-ই জুন, দীনেশের জ্বর সেদিন একটু কম ছিল। সুযোগ বুঝে ঐ অসুস্থ, দুর্বল মানুষটিকে বিন্দুমাত্র মানবিকতা না দেখিয়ে ফাঁসীর আদেশ কার্যকর করে ব্রিটিশ সরকার। ফাঁসির সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। খাতায়-কলমে সুসভ্য ইংরেজ সরকার ফাঁসীর আগে যেমন কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, তেমনি তাঁর মৃতদেহও ফেরত দিল না। তাদের ভয় ছিল যদি শহীদ দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের শরীর থেকে অসংখ্য দীনেশের জন্ম হয়। একজন দীনেশকে সামলাতেই যে পরিমাণ নাজেহাল হতে হয়েছিল, পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ দীনেশের জন্ম হলে যে কি হবে তা জানতে বুঝতে তাদের একটুও বাকি ছিল না। যুগটা অগ্নিযুগ ছিল বলেই

বোধহয় অন্যান্য শহীদের মতো ঐ অসুস্থ শরীরেও ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে দীনেশ ছিলেন নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন ও নির্লিপ্ত ।

দেশ, স্থান, কাল নির্বিশেষে বিচার করলে দেখা যাবে বিপ্লবীদের রাস্তা সবসময়েই কণ্টকাকীর্ণ। সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ, ভালোবাসা, পরিবার কোনকিছুরই কোন স্থান নেই । সেখানে আছে কেবল খিদের কষ্ট , শাসকের অকথ্য নির্যাতন এবং ফাঁসীর দড়ি। এই কন্টকাকীর্ণ রাস্তায় সম্বল একমাত্র অফুরান দেশপ্রেম এবং ঈশ্বর প্রদত্ত অসীম সহ্যশক্তি । তবে জীবনের সমস্তটুকু নিংড়ে অর্পন করার পরও আত্মবিস্মৃত বাঙালি ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের কারণে বিনয় বসু এবং বাদল গুপ্তের সঙ্গে দীনেশ গুপ্ত কে মনে রাখলে মনে রাখেনি দীনেশ মজুমদারকে। লজ্জা তাঁর নয়, এ লজ্জা আমাদের।

তথ্যসূত্র -

১. "বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র মজুমদার জীবন ও সাধনা"
নির্মল কুমার নাগ

২. "বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার শ্রদ্ধায় স্মরণ" - রঞ্জন মুখার্জী
chintannews.com ৯ জুন ২০২০

৩. medinikotha.in

৪. "Dinesh Chandra Majumder"
amritmahotsav.nic.in

৫. "এবার তবে আসি মা" - anandabazar.com

৬. "স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী শহীদ দীনেশ চন্দ্র মজুমদার" - Bharat today (ritambangla.com)

৭. dailynewsreel.in/letter-dinesh-chandra-majumdar/

ফিরে এসো স্বাধীনতা

‘ভারত আমার ভারত বর্ষ
স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো...’
না আর নয়।
আমার শেষ ঘুমের স্বপ্ন টুকুও
ওরা কেড়ে নিয়ে গেলো, স্বাধীনতা।
আমি একুশ শতকের হিংস্র মিছিলে
তোমার তিন রঙাকে,
সেভাবে আর খুঁজে পায় না।

বৈষম্যের ভিড়ে
আমার শ্বাসক্রিয়া তেমন ভাবে অক্সিজেন পায়না,
আমি আবাহনের সূর্যকে
তীব্র আলো দিয়ে
পোড়াতে বলেছিলাম কুক্ষিগত
অধিকার, হিংসা, ঘৃনা ও বিভাজনের বীজকে
কিন্তু ওরা বাহুবলের মেঘে
চুরি করে নিল সেই সূর্যকে।
তুমি চেয়েছিলে সব মানুষ খেতে পাক
তুমি চেয়েছিলে রাস্তায় নয়
মানুষ বাঁচুক নির্ভয়ে, নির্সংকচে।

যে মানুষ বাটি হাতে রাস্তায় কিম্বা
ট্রেনের কামরায় ;
যে শিশু বস্তির গুমোট অন্ধকারে
দুধের জন্য ছটফট করে
যারা কেবল নাগরিকত্বের খাতায় লিপিবদ্ধ
তাদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে
তোমার ভূমিকা কি? স্বাধীনতা।

আমার লোহিত রক্তকণিকার
বিন্দুতে বিন্দুতে,
তোমাকে শতাব্দী থেকে শতাব্দী
জমিয়ে রেখেছি স্বাধীনতা
তবুও নারীর তুমি, শিক্ষার তুমি প্রতিবাদের তুমি এখন বিক্রি
হও গ্রাম থেকে শহরে।
যাদের রক্তের ছাপ
মাটি থেকে দেওয়ালে,
তৈরি করেছে ভারতবর্ষ
আজ তারা কেবল পোস্টারে ও বইয়ের পাতায়,
তুমি - তুমি আকাশ, সমুদ্র, পাহাড় ভেদ করে
ফিরে এসো স্বাধীনতা,
শুরু হোক ঐক্য,ঐতিহ্য ও ভালোবাসার
নতুন অধ্যায়
আমি এখনও তোমারই অপেক্ষায়।

- Ujjal Mondal

চিত্রকলা

"Serving The Needy Serves God"
by Debjeet Mukherjee

FORWARD

www.forwardwebzine.org

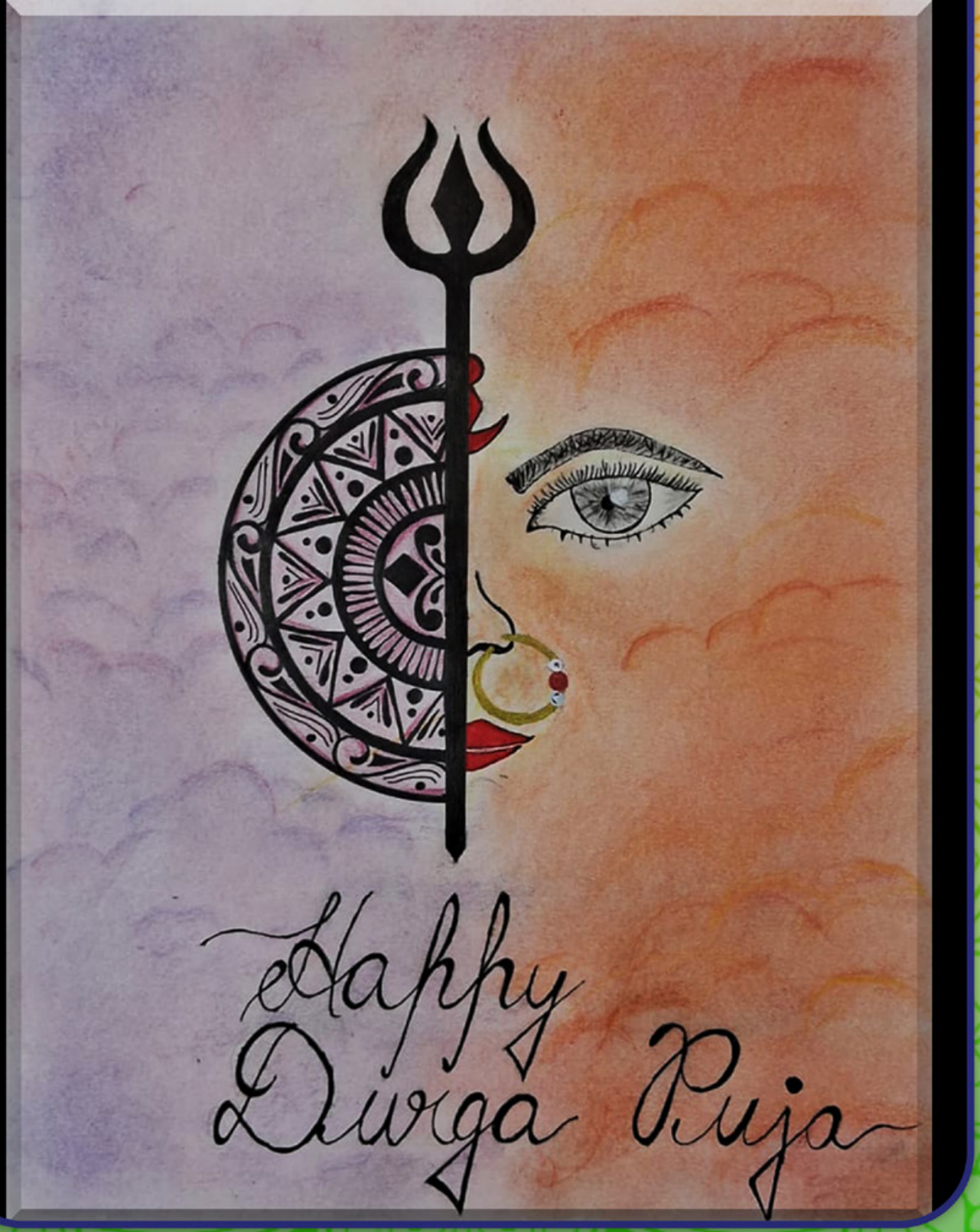

Mandala Art
by Baishali Nath

"Subho Sharodiya"
by Rupsa Surai

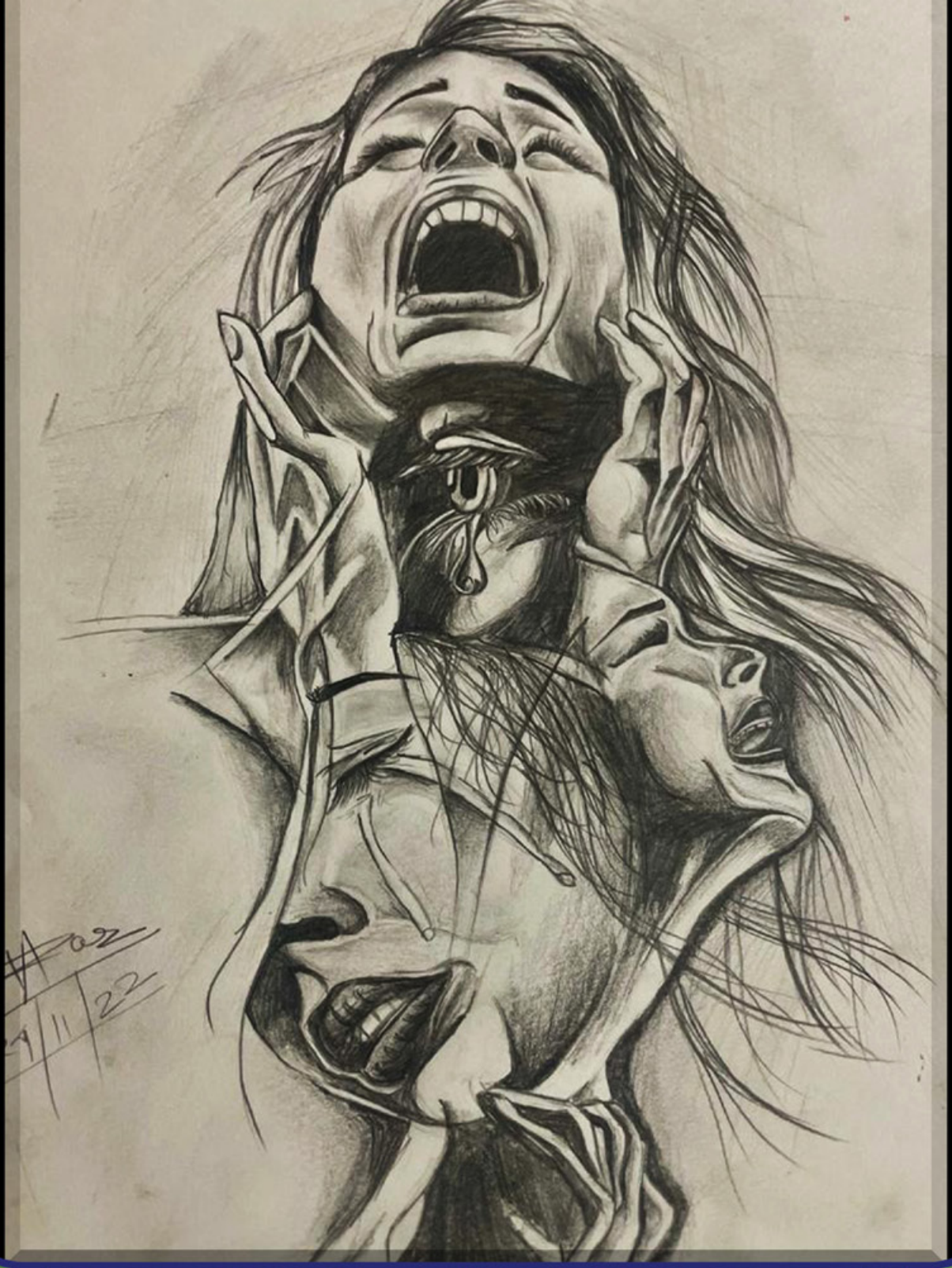

“Silent Tears Speak Louder Truth”
by Ashmita Das

"Jai Shri Mahakal"
by Sattam Roy

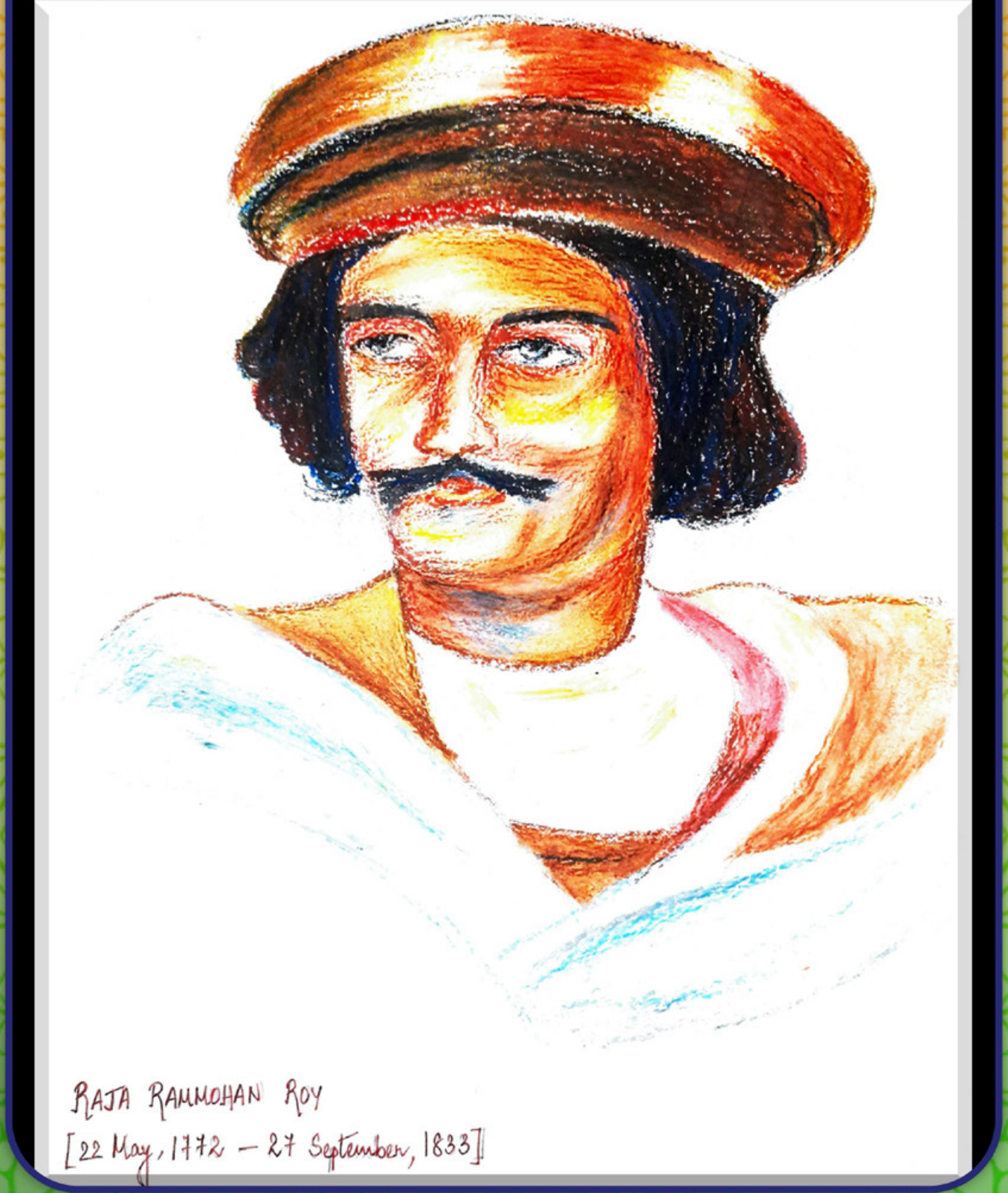

Raja Rammohan Roy

by Ananya Banerjee

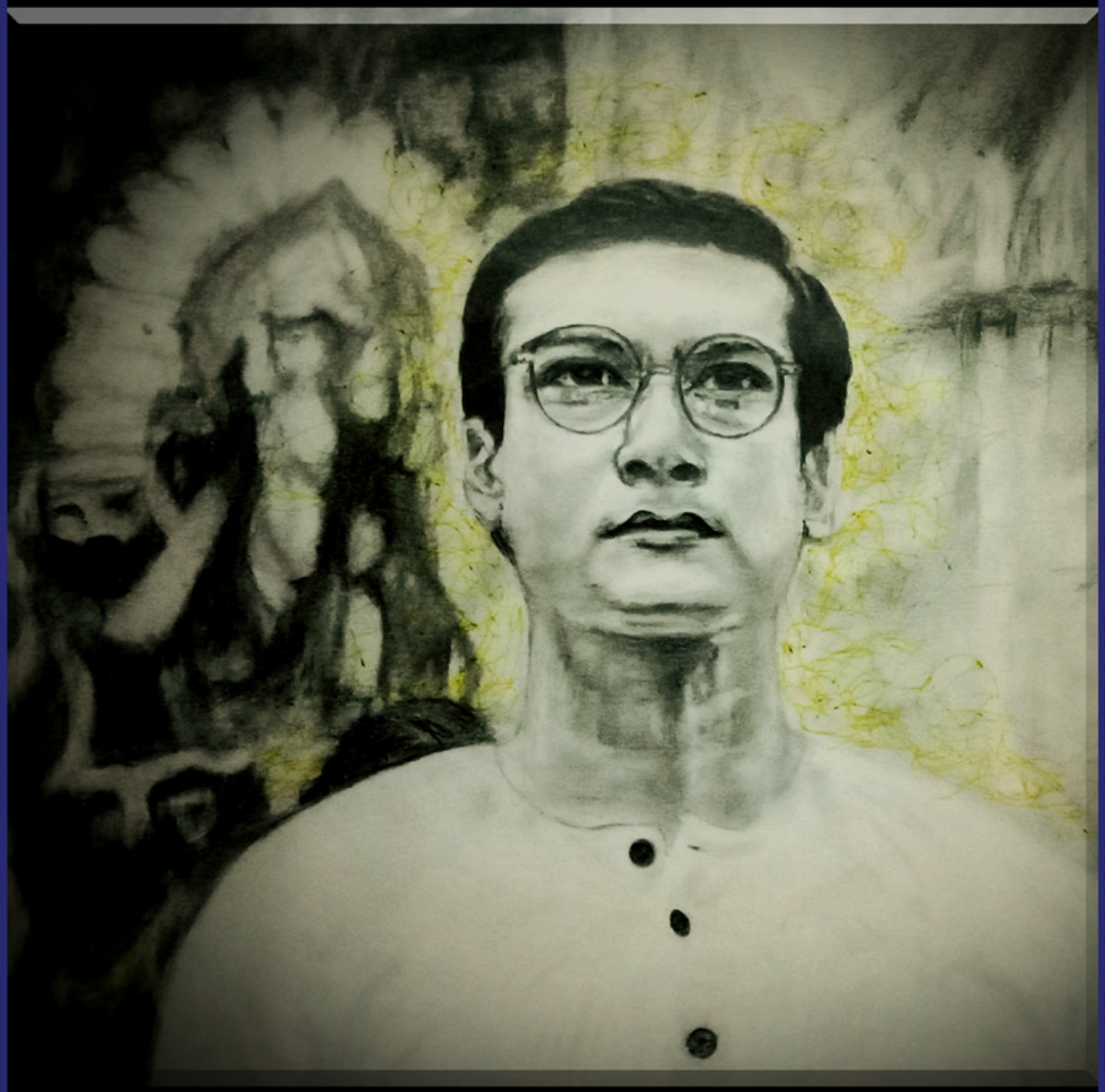

Vande Mataram
by Rupsa Surai

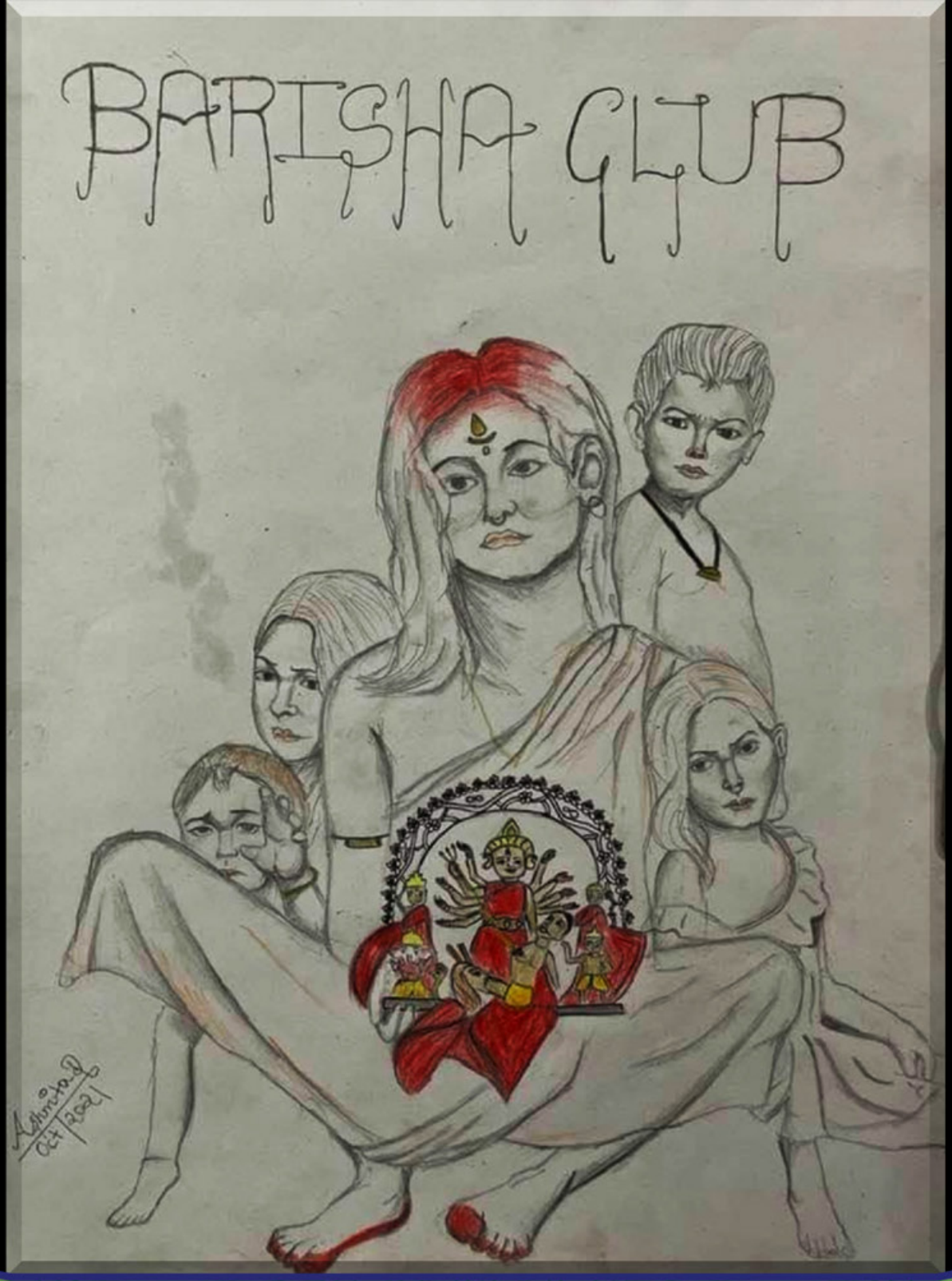

Barisha Club
by Ashmita Das

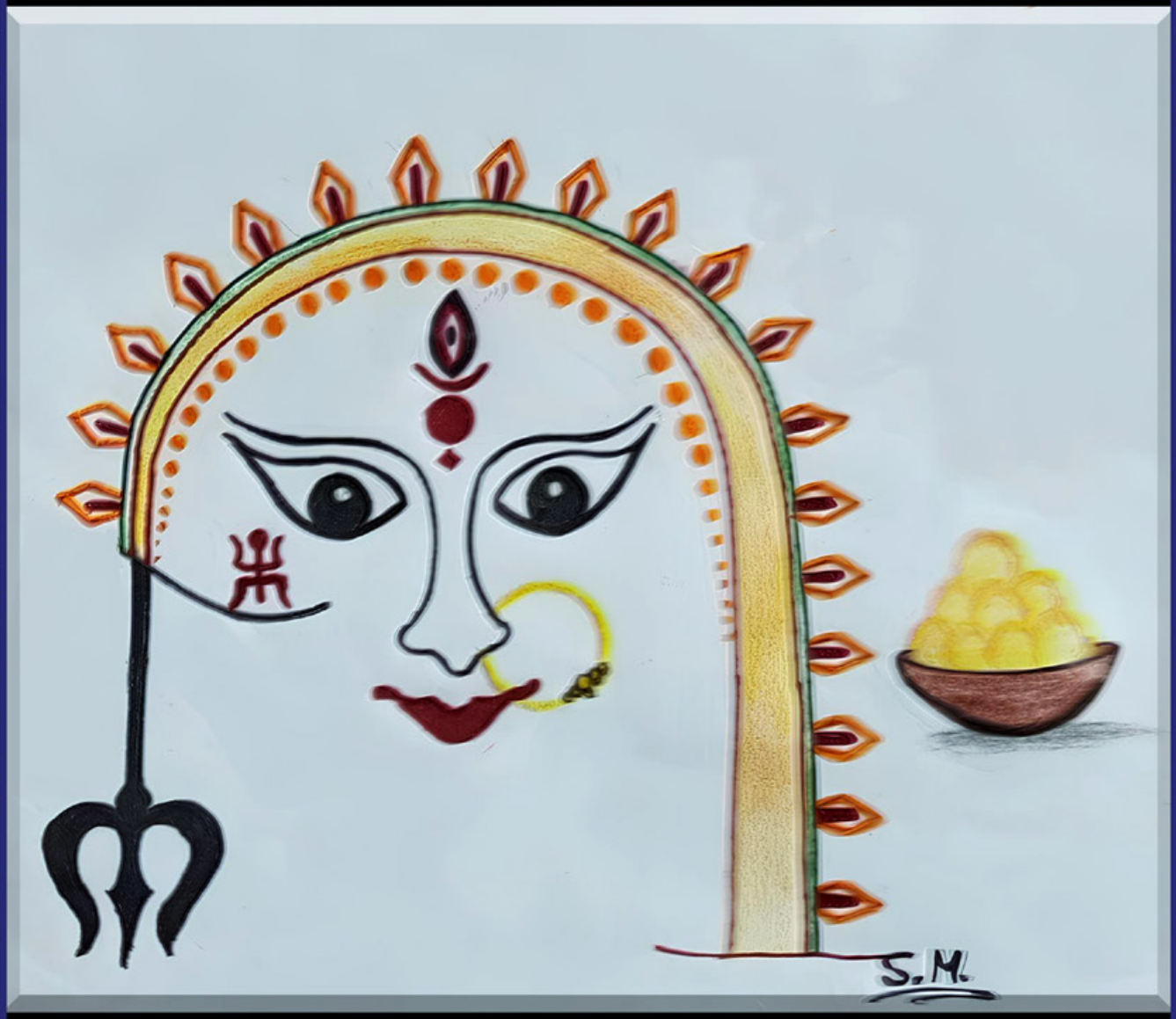

Durga Puja
by Sudipta Mondal

কলাক্ষেত্র

AI GRABBING THE FORTUITY OF HUMAN EXISTENCE

DEBANJALI MUKHERJEE

Remembering the days we passed a few months ago when people balanced between a terrific work life as well as shared and created memories in the same ambience. It is always pleasant to reminisce about those old memories which intensifies the belongingness towards humanity. The basic protocol stands to be the same for common people to understand the requirement of career & job opportunities. The way they felt their existence becoming the utmost priority for their family, friends, colleagues, office companies, society and lastly themselves was uncomparable. They never knew what was yet to come which happened to be the most brutal period of their lives. The unnatural occurrences lead them to a life changing set of affairs.

The time commemorates the worldly bias-ness towards a digitalised platform where flexible and smooth performance are preferred rather than a painstaking and time consuming yet error-free work. This is where we find AI (Artificial Intelligence) which is the intelligence of machines or software, as opposed to the intelligence of human beings or animals. The overall contribution of AI has embarked on a wide developing nature in our daily lives. Presently we are aware of the well known web search engines Google, Youtube, Amazon, Netflix, understanding human speech through Alexa, Siri, creative tools like ChatGPT, and many more. They are very helpful for acquiring knowledge, developing skills, increasing reasoning and better representation. The productivity and efficiency of our society is a great result to it.

Universe has concentrated on the painless methods of performing arts and necessities rather than resource-intensive work. AI was founded as an academic discipline in 1956 whereas later it adapted into diverse ranges of problem solving techniques including artificial neural networks, statistics, economics, neuro-

science, mathematical optimization and many more. People nowadays have become aware of the current situation and hence trying to improve themselves in these fields so as to keep a pace with it. By the time they understood their unnecessity in the MNCs, hopeless scenarios just found their way into AIs. Nonetheless the tragic circumstances followed their way gleaming into the latest inventions where AI controlled the lives of human beings and not vice versa.

A recent case of a working lady came into notice when she shared on camera a great many obstacles while working as a full time paid employee earning a whole salary. The lady was a freelance writer and a stand-up comedian who suddenly lost her job to one of the AI powered writing tools like ChatGPT. She even mentioned that she was out of work for 3 months. She lived a life with her own potentials which now claimed to be less finer than an AI powered tool. This is just insane and a dream snatching gesture for any working person in today's world. It is not limited to only her case, there are hundreds and maybe thousands more yet to arrive that can be even scarier as compared to her.

Individuals are working day and night to destrangle the strangled areas so as to comply with the new system as well as rushing through ups and downs to get a fixed job that would pay them on a permanent basis. They need not have to worry about the bias-ness of AI replacing all of them. A day will come when the original necessity of human beings will be felt again. This is when the general structure of our society is getting demolished day by day. Individuals are mostly seen focusing on the screens of mobile phones or laptops. Communication and public relation is lacking between them.

It shows us that AI being the most essential part of today has forgotten to become the most essential part of tomorrow. It has engulfed human resources & human intelligences. Human relations needs to be taken care of immediately so that if AI fails after few years, it leaves behind a developing society who becomes efficient enough to take hold of the circumstances Artificial Intelligence is afterall a man- made thing which required a man's brain to accomplish the demands & necessity of a machine to inculcate the numerous innovative features, systems, data, informations and instructions

This is a high point when manufacturers, industrialists, scientists, need to realise the value of human beings before everything goes out of hand. They must be aware of the future of employment and the need for support of displaced workers. Can this kind of negligence be deserving for common employees and workers? Hereafter, it can even be said that there is no definite answer to the possibility of humans getting replaced by AI but with all the mentioned facts as well as other circumstances definitely shows some directions towards AI replacing human beings in a wide range.

To quote it all,

"The world shall depart
But AI deems to leap
Whereas the humans shall dwell
With the requisite weep"

The Girl's Path

The birth of a girl child, the dawn of a new chapter
She nurtures through time and life;
To bloom into the best of herself.
She strives to unfurl her wings,
She yearns to claim the sky.
Her name inscribed onto freedom,
Her spirits freed full,
Beckoning Her to its way,
She walks the aisle of success.
The shackles fail,
Obstacles shout in despair,
Insults and curses fall short of words,
Disparage lurks in fright,
'Cause none can bind Her flight towards light.
Her grace,
Her knowledge,
Her eloquence,
Her sharpness,
Shines bright on her;
Calling her name in every breath–
Putting the edge of pessimism to an end.

– KOYENA CHATTERJEE

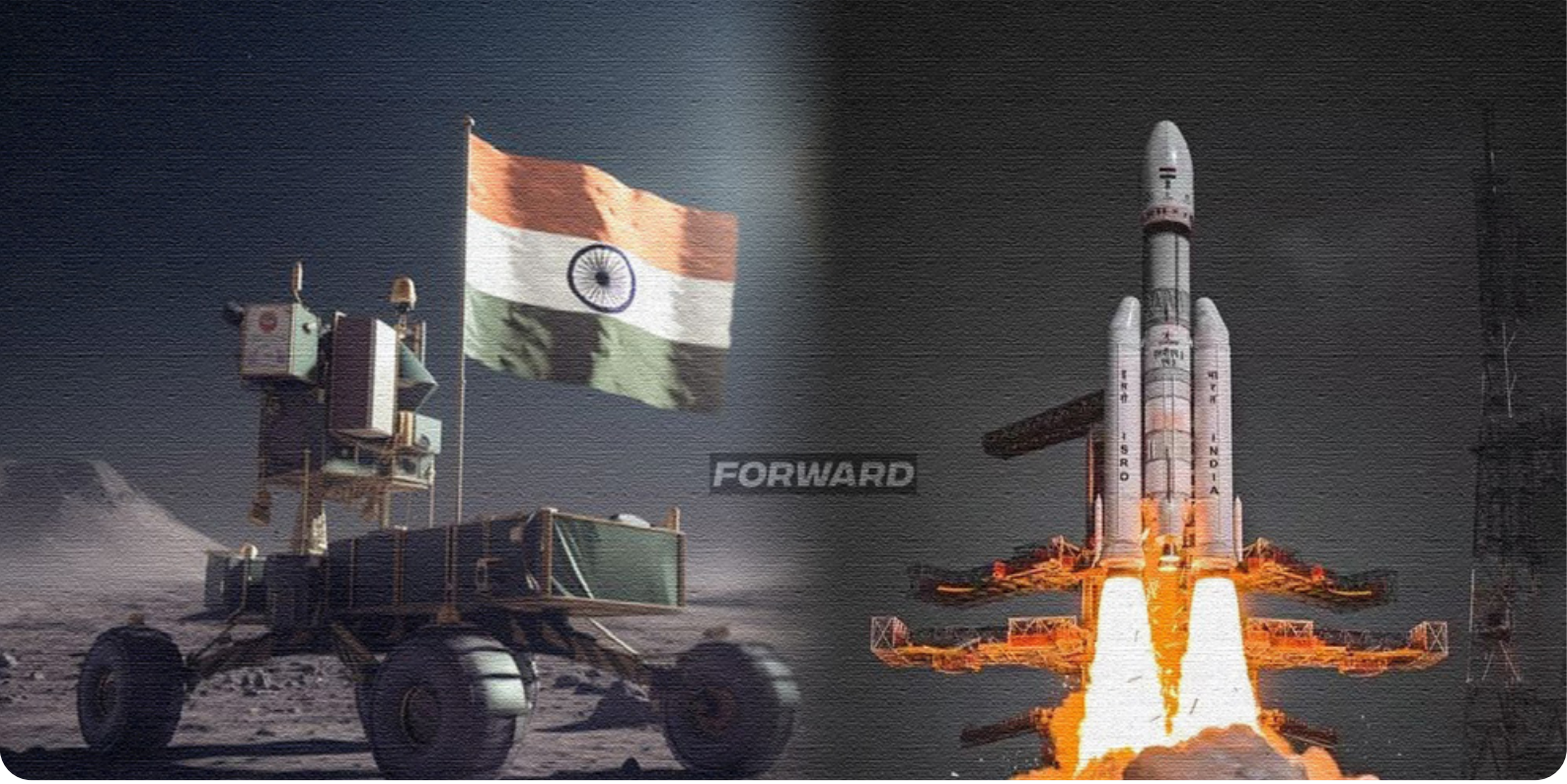

SUCCESS STORY FROM CHANDRAYAAN 1 2 3

DEBAYAN CHATTERJEE

In space science, the Moon is the favourite placeof the major space research organizations. America & Russia had done many missions to the moon but Russia sent the first man to the space. But on 20th July, 1960 NASA sent the first man to the moon in Apollo 11 mission which we all know. NASA didn't stop with Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 & Apollo 17. NASA sent humans to the moon except for Apollo 13.

Chandrayaan 1

Let us know some special brief facts about Chandrayaan 1. Our India [ISRO = Indian Space Research Organization] sent Chandrayaan 1 for the first time on 22nd October, 2008. It is an orbital mission, this mission can be called a success or failure because due to some mechanical problems it was destroyed after nine (9) months instead of two (2) years. It is called a successful mission because it successfully reached lunar orbit and achieved 95% of its mission. Chandrayaan 1 revealed many new information to ISRO that no one knew before i.e. Chandrayaan discovered those things. For example, there is water on the moon and some minerals have also been found.

Date ~

Chandrayaan 1 launch date was 22nd October, 2008 and it successfully reached lunar orbit on 8th November, 2008.

How the moon mission took place ~

Chandrayaan 1 was orbiting 100 KM above the lunar surface. When this orbiter entered lunar orbit, a aprt of it hit the moon and the dust from the exp[losion indicated that the moon had water. This process is called Impact Mission. The place where the instrument hits is called Jawarhar Point.

Payloads ~

This spacecraft carried about 11 scientific instruments which were built by India and various countries including USA, UK, Germany, Sweden & Bulgaria.

I. By India –

a. TMC or Terrain Mapping Camera,
b. HySI or Hyper Spectral Imager
c. LLRI or Lunar Laser Ranging Instrument
d. HEX is a High Energy aj/gamma x – ray spectrometer
e. MIP or the Moon Impact probe

II. By Other Countries –

a. C1Xs or X – ray fluorescence
b. Appleton laboratory [UK, ESA & ISRO]
c. SARA or the Sub keV Atom Reflection Analyser [ESA]
d. M3 or Moon Mineralogy Mapper [NASA]
e. SIR – 2 or a Infrared spectrometer [ESA]
f. Mini – SAR [NASA]
g. RADOM – 7 or Radiation Dose Monitor Experiment [Bulgerian Academy of Science]

Purpose of Chandrayaan 1 ~

a. Gathering Information about the craters, hills, valleys in the moon,
b. Knowing about the presence of water in the Moon.

What information did Chandrayaan 1 get?

a. Water is found at the South Pole of the moon.
b. Possible future moon landing sties have been identified,
c. Various minerals have been found such as magnesium, aluminium, calcium, iron etc.

Budget ~

The budget of Chandrayaan 1 was Rs. 386 Crores

Time limit ~

According to official data the time was two years but it lasted for 312 days. After 312 days Chandrayaan 1, malfunctioned and the mission was aborted.

Chandrayaan 2

After the great success of Chandrayaan 1 ISRO scientists started thinking about Chandrayaan 2 which was launched on 22nd July. Through this mission, Indian Scientists are thinking of going to the South Pole of the Moon. Chandrayaan 1.s orbiter was exactly the same as Chandrayaan 2's orbiter, with the rover was named Pragyan.

Launcher ~

GSLV Mk III M1

Significance of Chandrayaan 2 ~

a. There are many mysterious places in the south pole of the moon.
b. There are many craters on the moon's south pole where the sun's light does not reach, and the rover was named Pragyan.

What did Chandrayaan 2 do?

a. Chandrayaan 2's orbit was that it successfully entered the Moon's orbit on 20th August, 2019, which will remain for about seven years. It still works.
b. If Chandrayaan 2 successfully reaches the

Moon, Chandrayaaan's Vikram lander and Pragyan rover will remain for 14 days and study the Moon.

And finally due to some technical error this device failed.

Chandrayaan 3

The failure of both the Chabdrayaan 2 was a big shock to all Indian scientists. But as it is said 'Failure is part of success" and FAIL = "First Attempt In Learning", ISRO scientists started Chandrayaan 3 mission again.

Let us know about the great mission of the Mahabharat.

Date of launch ~

It was launched to the Moon on 14th July, 2023 from Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad, situated in Sriharikota, Andhra Pradesh.

Budget ~

The budget of Chandrayaan 3 was Rs.615 Crores

Rocket ~

GSLV Mark 3 [LMV 3]

Objectives ~

a. Landing safely on the moon land,
b. Rover on the moon , and
c. To conduct In – Situ scientific experiment

What has changed in Chandrayaan 3?

a. In Chandrayaan 3 the landing area has increased to 4.2 by 2 KMs which was 500sq.m. in Chandrayaan 2.
b. Chandrayaan 3 is fueled by more fuel than Chandrayaan 2.
c. Chandrayaan 3 has four solar panels while Chandrayaan 2 had only 2 solar panels.
d. The landing site has been determined and the geographical position of the landing site has been determined with the help of images sent by the orbiter of Chandrayaan 2.
e. More additional instruments have been provided in Chandrayaan 3.

Finally, ISRO's Chandrayaan 3 successfully landed on the south pole of the moon on 23rd August 2023 at 6:04 p.m.

I believe in cleaning my nails everyday, after a history of nail biting. Keeping them fresh, as I see them grow out - observation is truly a joy. A centimetre of a free edge holds ultimate joy and so does the little amount of rice I have everyday.

In the pleats of a woven hat, my believing hand gets lost in and should I ever regret a single bit, I swear to leave - and I never do. It's beautiful, the folds, they go in and right out, and they are in again. The pleats wrap me up in a kind of sadness which leaves me smiling, observation touches my heart.

In the puddles after a strong rain, I believe they'll stain my feet with mud and make a sound, which might as well be the jukebox in my chest cavity. I trust them to be a sport and not ruin a perfectly amazing day by soaking deep in the cracks of its ungrateful origin. I tell them it sucks down there. But they observe too, watching birds fly back home all seasons, they've grown.

The rusting white benches in front of old shoe shops in bibiganj which will never stop turning copper and shedding the white paint and I believe, the shedding makes me fall in love every time I walk the lane.

I believe in a lot of things,
and I think I'll believe for a little more.

- Manali Chakraborty

Bureaucracy with a Purpose

UNSUNG CIVIL SERVANTS OF INDIA

ANOUSHKA GHOSH

"There is no alternative to this administrative system. The union will go, you will not have a united India if you do not have good all-India services."

~ Sardar Vallabhbhai Patel

While people may keep labelling Government exams and the official posts as free hits to black money, portray the prestigious positions as a source of unquestionable and unlimited power, and eventually turn these scandals as interesting gossips in tea houses, the finite but impactful part of these civil servants get curtained. It would be wrong to say that all authority-holders are virtuous or the posts underlay no wickedness. But despite these gleamy windows, there are servicemen/servicewomen who plunge for the last mile and are no less than heroes to thousands of people.

Each job has its own set of lucrative loopholes. The healthcare institutions, law firms are no less in this regard. Needless to say, the weary of clients can be profitable for some. So what other challenges do these IAS and IPS officers have to face? They often get subdued under the pressure of unpopular opinions by the ministers and feel helpless, despite working day and night and having long and tiring travels throughout the country. Then how are people like VR Lakshminarayanan and Anna Rajam Malhotra bring such a huge impact in the lives of people? It's all a part and parcel of the system that we as citizens have created.

We must fear the consequences of doing something unlawful and for it the law and order has to be in place. We need to realise the need of a healthy, literate and motivated population, which must be aware of its needs. Choosing the right party is the bare minimum strength that a citizen has and ensuring that top posi-

tions get filled with the most suitable profiles is on the part of the government.

Here are some positive examples to look forward to and realise that in any job, it's not always the power that makes one content, it's the right way you can use this power to create an impact and the satisfaction that this gives is booming. From Sukumar Sen, who conducted the first election of India at 1,32,000 polling stations, one of the first exercises of our independence to Ajit Doval, the persona of whom is not unknown.

Here are two unsung legends:
(I) In his various interviews, he expressed how last mile availability of various programs and subsidies was an impossible event. In each and every department in which he was placed, he found out huge lapses to churn out illegal money from the public. Once you are in the system, these lapses are always easy to figure out, but hard to point out. He was one among the brave souls to point out, not once and several times. Soon this became his goal and passion to serve and put anything but public satisfaction at his first priority and perform his given job to perfection.

As Managing Director of Haryana Seeds Development Corporation, he indicated sale of land below the market price to Robert Vadra's companies, change of land use and transfer of panchayat land to DLF to benefit Vadra companies. This was one of his major transfers under the Haryana Govt, CM being Congress leader Bhupinder Singh Hooda. Sonepat-Kharkhoda Industrial Model Township scam in which Ashok Khemka uncovered the entire case of favourable land grabbing by private colonizers. The accused Bhoopinder Singh Hooda is under CBI investigation. All of this was followed by death threats, defamation and stressful situations for him and his family. Nevertheless, he's still an active officer.

(II) Restoring decrepit village schools, ensuring clean and safe drinking water, passing on sleepless nights to combat mob protests, this is IPS Rema Rameshwari. In her decade-long career, she has rescued over 1200 child brides and hundreds of human trafficking victims and empowered them to speak up on their own . As the DCP of Hyderabad, she took initiatives with SHE to control eve teasing. From tracking false misinformation on Whatsapp to preventing mob killings with a jurisdiction of 400 villages daily, she is the youth leader you must be proud of.

And there are more to the list, not all can be named, but for once be appreciated and get inspired from. Whatever profession we may take in life, we should always strive to perform our duties passionately and with a goal to serve mankind.

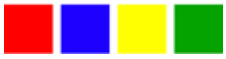

Hard Work Pays Off

There is a boy in the outskirts of Uttar Dinajpur. He lives in a remote village. His father is a farmer by profession. Rahul is a 6 year old boy with a deep heart, full of possession for his future or his career. During the puja, his father used to handover cereals and wheat to the zamindar of the village. His father along with his family is cordially invited to zaminder's house every year. Every year Rahul is very enthusiastic to buy new dresses just as we do to wear in the Puja. But, this year, his father's health has deteriorated. He could not come to the field and he could not give cereals to the Zamindar along with the tax for the land. The Zamindar said that if Rahul's father cannot hand over the money, he and his family will be debarred from the durga puja of the Zamindar's house. Rahul and his family became very upset and started thinking of ways to handover the money to the landlord. Rahul is a small kid. He could not understand the situation prevailing in his home. He is enjoying the weather as the weather promotes a message that Maa is arriving. He is also enjoying the beats of Dhaak, as it also gives us a message that the festive days are near. After arriving home from school, Rahul as usual told his father and mother that he is very excited for the pujo. When his mother told him about the situation, Rahul's face became frowny. He started praying to Lord Ganesha that He make their life fruitful so that they can easily pay to the zamindar. Rahul and his family is very hardworking. They are very nice people, they never steal others' money and make fun out of it. This character of his parents inherited their son, Rahul. He is very good in studies and very hardworking. Lord Ganesha listened to them and made a beautiful opportunity for Rahul to get the money. At school, there is a debate competition and the participant winning it will get a cash prize of 50,000. Rahul got happy and he made a pledge that at any cost he will win this competition. He worked very hard to win this competition. Meanwhile, The Zamindar's son also tried hard to beat Rahul in this competition. But, the hard work of Rahul made flying colors. He won the competition and got the cash prize. He made his parents proud and made themselves enjoy the Durga Puja at the Zamindar's house.

- Soumyadip Mukherjee

BEHIND
THE LENS

Sayan Mukherjee

shutterboy_sayan

Debjoti Mahato

debjotimahato

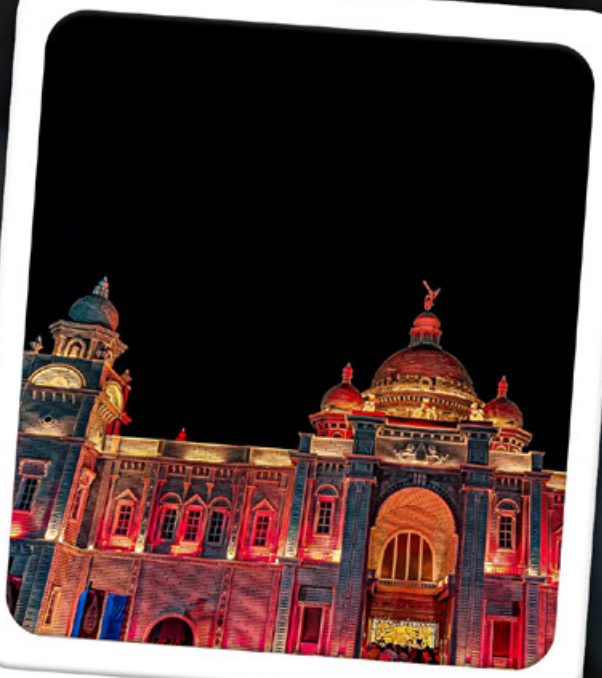

Srilekha Mitra

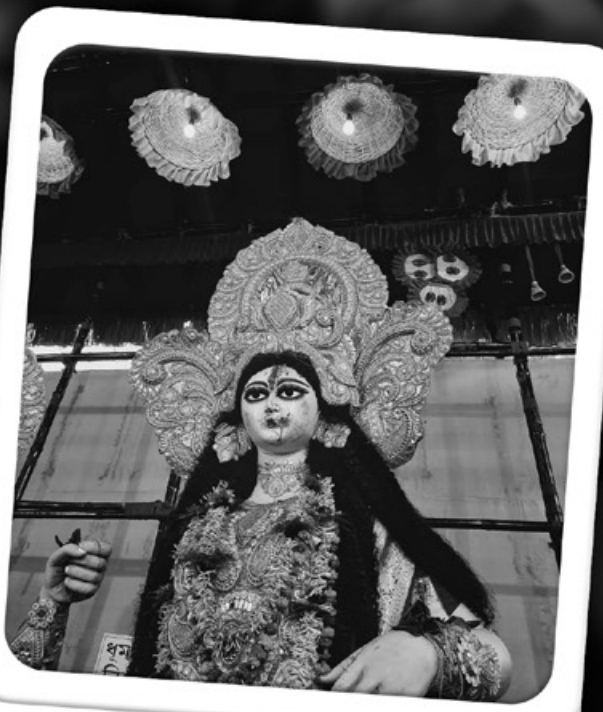

Rajdeep Saha

instarajdeep

নির্ঘণ্ট

মহাষষ্ঠী

২ কার্তিক, ইং ২০ অক্টোবর, শুক্রবার

পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।২৮। ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯। ৮ পর্যন্ত।

মহাসপ্তমী

৩ কার্তিক, ইং ২১ অক্টোবর, শনিবার

পূর্বাহ্ণ ৯। ২৮। সপ্তমী রাত্রি ঘ ৭। ২১ পর্যন্ত।

মহাষ্টমী

৪ কার্তিক, ইং ২২ অক্টোবর, রবিবার

পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।২৮। মহাষ্টমী সন্ধ্যা ঘ ৫।১৮ পর্যন্ত।

সন্ধিপূজা

সন্ধ্যা ঘ ৪।৫৪ গতে সন্ধিপূজারম্ভ।

বলিদান- সন্ধ্যা ঘ ৫।১৮ গতে বলিদান।

রাত্রি ঘ ৫।৪২ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।

মহানবমী

৫ কার্তিক ইং ২৩ অক্টোবর সোমবার

পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।২৮ মহানবমী দিবা ঘ ৩।৪ পর্যন্ত।

বিজয়া দশমী

৬ কার্তিক ইং ২৪ অক্টোবর বুধবার

পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।২৮। বিজয়া দশমী দিবা ঘ ১২। ৪২ পর্যন্ত।

FORWARD
।। শুভ শারদীয়া ।।

Contributors :

CONTRIBUTORS:

SWAMI SATKRITANANDA MAHARAJ // ABHINABA BOSE // ANANYA BANERJEE // ANOUSHKA GHOSH // ARNAB BANERJEE // ASHMITA DAS // DEBANJALI MUKHERJEE // BAISHALI NATH // DEBAYAN CHATTERJEE // DEBJEET MUKHERJEE // KAUSANI SAHA // DEBJOTI MAHATO // DEBOLEENA MISHRA // KOYENA CHATTERJEE // MANALI CHAKRABORTY // PABRISHA DAS // PATRALEKHA KARMAKAR // RAJDEEP SAHA // RATUL SENGUPTA // RIDDHI DAS // RIMI NASKAR // RUPSA SURAI // SATTAM ROY // SAYAN MUKHERJEE // SHREYASI PAL // SNEHADRI SARKAR // SRILEKHA MITRA // SUDIPTA MONDAL // UJJAL MONDAL // SOUMYADIP MUKHERJEE

OUR TEAM:

ABHINABA BOSE // AMIT CHAKRABORTY // ANAL KUMAR MITTRA // AMRIT BHATTACHARJEE // RAJDEEP SAHA // PATRALEKHA KARMAKAR // KOYENA CHATTERJEE // SNEHOJIT ROY MITRA // ROUNAK CHAKRABORTY // PREETHA BOSE // SOMOSHREE PALIT // SAGNIK GHOSH // PABRISHA DAS // SAYANI BANERJEE BHATTACHARJEE // MANALI CHAKRABORTY // KAUSANI SAHA // SHREYASI PAL // ANKUR PANJA // ANIRUDDHA MALLICK // ASHMITA DAS // ARUNIMA CHAKRABORTY // SOUMYADIP MUKHERJEE

Forward

Rebuilding India in Netaji's Way

Who Are We?

Margaret Mead in all her wisdom said that a small number of thoughtful, committed people could change the world and it is the only thing that ever has. We are a group of like minded students, who want to change history with the power of our words and voices. And we are here to create one too. Committed to the ideals of Netaji, ours' is a small, earnest attempt to give back the Liberator the justice that has hitertho been denied, that he always deserved. We are nothing without you. And together, we can bring a revolution.

Special Thanks To :

Bijoy Kumar Nag // NG Bannerjee // Dr. Madhusudan Pal// Indrasish Bhattacharya // Kunal Bose // Kandari Youth Programme // Jayasree Patrika Trust // Dr. Saurabh Garai // Netaji Janmotsab Committee (2020-22) // A Kr Mitra // Kankana Ghosh.

Forward

Rebuilding India in Netaji's Way

How To Reach Us?

Mail Us At:
contact@forwardwebzine.org

Mailing Address:
33A, Sodepur Brick Field Road, Kolkata -700082

Submit Articles At:
forward.editorial@gmail.com

General Enquiries:
abhinaba@forwardwebzine.org

Copyright Issues And Advertisement:
rounak@forwardwebzine.org

Forward

Rebuilding India in Netaji's Way

Forward

Rebuilding India in Netaji's Way

www.forwardwebzine.org
contact@forwardwebzine.org

/ FORWARDWEBZINE